সাইকেলে করে মালয়েশিয়া থেকে মক্কার পথে হজযাত্রা

সারে-জমিন

বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে থানা ঘেরাও

রূপসী বাংলা

কী তাৎপর্য আছে এই যুদ্ধবিরতির?

সম্পাদকীয়

বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সহ নানা দাবিতে সভা

সাধারণ

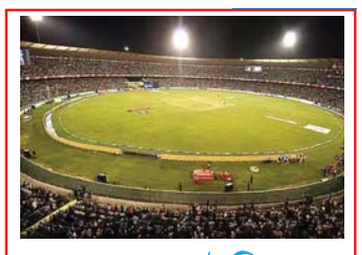

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের স্টেডিয়ামে বিদ্যুৎ নেই

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২ ডিসেম্বর, ২০২৩
১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১৭ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 324 ■ Daily APONZONE ■ 2 December 2023 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ফিরোজাবাদের নাম চন্দ্রনগর করতে চলেছে যোগী সরকার

আপনজন ডেস্ক: ফিরোজাবাদের নাম পরিবর্তন করে চন্দ্রনগর করতে চলেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। ফিরোজাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন শুক্রবার এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। ফিরোজাবাদের নতুন নামকরণের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকার আরও কয়েকটি শহর ও শহরের নাম পরিবর্তন করতে পারে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ফিরোজাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র কামিনী রাঠোর বলেন, রাজা চন্দ্রসেনের শাসনাধীনে শহরটির পুরানো নাম ছিল চন্দ্রনগর। মুঘল আমলে মুঘল সামরিক কমান্ডার ফিরোজ শাহ চন্দ্রসেনকে পরাজিত করার পর চন্দ্রনগরকে ফিরোজাবাদে পরিবর্তিত করা হয়। এর আগে আলিগড় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আলিগড়ের নাম পরিবর্তন করে হরিগড় করার সুপারিশ করা হয়। বিরোধী সদস্যরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর প্রথম মেয়াদে ফৈজাবাদ জেলার নাম পরিবর্তন করে অযোধ্যা, ও এলাহাবাদকে প্রয়াগরাজ করেছিলেন।
মুঘলসরাই রেল স্টেসনের নাম করণ করা হয় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় নগর।

আগামী ১০ বছরে ৫০ শতাংশ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী করব: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি শুক্রবার বলেছেন, দলের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে সক্রিয়ভাবে মহিলাদের প্রচার করা উচিত এবং আগামী ১০ বছরের মধ্যে ৫০ শতাংশ মহিলাকে মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত।কেরালা মহিলা কংগ্রেসের কনভেনশন 'উটসাহ'-এর উদ্বোধন করে ওয়ানাডের সাংসদ বলেন, তাঁর দলে অনেক মহিলা নেত্রী রয়েছেন, যাঁদের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী রয়েছে। তিনি বলেন, "এর আগে আমি আলোচনা করছিলাম যে আমাদের জন্য কী ভাল লক্ষ্য হবে এবং আমি ভেবেছিলাম কংগ্রেস পার্টির জন্য একটি ভাল লক্ষ্য হবে যে আজ থেকে ১০ বছরের মধ্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীদের ৫০ শতাংশ মহিলা।
কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি আরও বলেন, 'আজ আমাদের কোনও মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নেই। কিন্তু আমি জানি, কংগ্রেস দলে এমন অনেক মহিলা রয়েছেন, যাঁদের খুব ভাল মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার গুণ রয়েছে।
কংগ্রেস নেতা আরএসএসকে আক্রমণ করে বলেছিলেন যে এটি "সম্পূর্ণরূপে একটি পুরুষ সংগঠন"।
তিনি বলেন, 'আমি মনে করি নারীরা অনেক দিক থেকেই পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পুরুষের চেয়ে তাদের ধৈর্য বেশি। পুরুষদের তুলনায় তাদের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। তারা পুরুষদের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল এবং সহানুভূতিশীল। আমরা মৌলিকভাবে বিশ্বাস করি যে মহিলাদের ক্ষমতা কাঠামোর অংশ হওয়া উচিত। রাহুল বলেন, মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা আরএসএসের আদর্শের অংশ নয়। তিনি বলেন, আরএসএসের পুরো ইতিহাসে তারা নারীদের তাদের দলে ঢুকতে দেয়নি। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন যে আরএসএস এবং কংগ্রেসের মধ্যে মৌলিক লড়াইটি ভারতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে।
সংসদের অনুমোদন পাওয়ার পরেও মহিলা সংরক্ষণ বিলের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার জন্য তিনি কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের সমালোচনা করেন।
লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে বিলটি সেপ্টেম্বরে সংসদীয় অনুমোদন পেয়েছিল।
তিনি বলেন, 'আমি কখনও সংসদে এমন কোনও বিল পাস হতে দেখিনি যেখানে এটি এক দশক পরে কার্যকর হবে। ১০ বছর পর বিজেপি যে একমাত্র বিল টি বাস্তবায়ন করছে তা হল মহিলাদের ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কিত।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল বিএড বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের বিএড কলেজগুলির জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির সব কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হল হুমকির অভিযোগ তুলে। এই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের জারি করা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে।
বিএড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা বেশ কয়েকজনের হুমকির ভিডিও সামনে আসায় অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া সিদ্ধান্ত। যদিও এভাবে হুমকির ধুয়ো তুলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। প্রয়োজনে তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটতে পারেন বলে জানিয়েছেন।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে পরিকাঠামোর অভাব সহ একাধিক অভিযোগে রাজ্যের ২৫৩টি বিএড কলেজের পড়ুয়া ভর্তির অনুমোদন বাতিল করেছিল বিএড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সোচ্চার হয়েছেন বাতিল হওয়া বেসরকারি বিএড কলেজ কর্তৃপক্ষ।জানা গেছে, সেই আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত এক সভায় কোনও বক্তার কয়েকটি বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিএড বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, বুধবার রাত ১১টা নাগাদ হুমকির বিষয়ে জানা যায়। একটি ভিডিওতে বলতে শোনা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ভাঙচুর করা হবে ও উপাচার্যকে নিগ্রহ করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চশিক্ষা দফতরের পাশাপাশি পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারপরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কর্মকাণ্ড আপাতত স্থগিত রাখার। সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করেন বিশ্ববিদ্যালয় খুলে রাখলে কোনও ছাত্র বা কর্মীর উপর কোনও হামলা হতে পারে।
তবে, সুত্রের খবর, বেসরকারি বিএড কলেজগুলির এক সভায় বক্তৃতার এক ভিডিও সামনে আসায় জল্পনা তৈরি হয়। ওই ভিডিওতে (আপনজন তার সত্যতা যাচাই করেনি) দেখা যায়, এক ব্যক্তি বলছেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে অবস্থান-বিক্ষোভ করব । গেটে বাউন্সার আটকাতে এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের তালা ভেঙে আমরা ঢুকব এবং আমরা উপাচার্যকে ঘেরাও করে রাখব। প্রয়োজনে ওনাকে তালাবন্ধ করে রাখব। এমনকী অন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়। তারপরই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে সূত্রের খবর।
এদিকে বিএড বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। এই বিষয় ব্রাত্য বসু বলেন, আমি আমার দফতর ঠিকমত চালাতে না পারলে তাতে তালা লাগিয়ে চলে যাবো সেটাতো হয় না। বরং আমার পদত্যাগ করা উচিত। এমনভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়াকে কোনওভাবেই আমরা সমর্থন করি না। তাছাড়া বিষয়টি আচার্য কে জানানো উচিত। কারণ তার কথায় অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য দায়িত্ব নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই আমি দফতরের সঙ্গে কথা বলেছি । দরকার হলে আইনের পরামর্শ নেব। ব্রাত্য বসু আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তুঘলকি কাণ্ড চলছে। উপাচার্য এভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে পারেন না। দায়িত্ব পালন করতে না পারলে উনি পদত্যাগ করুক।

আইনি পথে হাঁটতে পারেন ব্রাত্য

কর্নাটকে বৃদ্ধকে মারধর, বাধ্য করা হল জয় শ্রীরাম বলতে

আপনজন ডেস্ক: কোপ্পাল জেলার গঙ্গাবতী শহরে ৬৫ বছর বয়সি এক মুসলিম ব্যক্তিকে অজ্ঞাত পরিচয় দু'জন নির্যাতন করেছে। ৩০ নভেম্বর ভুক্তভোগী হুসেনসাব এই বিষয়ে একটি এফআইআর দায়ের করেছিলেন।
এফআইআর অনুযায়ী, ২৫ নভেম্বর রাতে হোসাপেট থেকে গঙ্গাবতীতে ফেরেন নির্যাতিতা। এক কাপ চা খেয়ে তিনি অটোরিকশার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন দু'জন মোটরসাইকেল আরোহী তাঁর কাছে আসেন। তারা ভুক্তভোগীকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে সে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে এক ফোঁটা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়।
বাইকটি সরানোর পরে দুজনে হুসেনসাবকে মারধর শুরু করে এবং তাকে গালিগালাজও করে। হুসেন সাব বলেন "দু'জন আমাকে পাম্পানগর এলাকার কাছে নিয়ে যায় এবং আমাকে গালিগালাজ করতে শুরু করে এবং আমাকে বাইক থেকে ধাক্কা দেয়। আমি অনুরোধ করেছিলাম যে আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি না এবং আমি আমার বাড়িতে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। তারা আমাকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করেছিল এবং এটি করার পরেও তারা আমাকে আক্রমণ করা বন্ধ করেনি।
"হামলাকারীরা একটি বিয়ারের বোতল ভেঙে কাঁচের টুকরো দিয়ে আমার দাড়ি কাটার চেষ্টা করে। যখন তারা সফল হয়নি তখন তাদের মধ্যে একজন একটি ম্যাচবক্স ধরিয়ে আমার দাড়ি পুড়িয়ে দেয়। আমি ভেবেছিলাম আমাকে মেরে ফেলা হবে কারণ দু'জন আমাকে মারধর করতে থাকে যতক্ষণ না কয়েকজন মেষপালক জেগে ওঠে এবং আমার চিৎকার শুনে বাইরে আসে। টাউন পুলিশ একটি এফআইআর দায়ের করেছে এবং বিষয়টি তদন্ত করছে। উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা আহত হুসেনসাবের সাথে দেখা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে, যিনি বর্তমানে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ বাসস্ট্যান্ড, প্রধান সড়ক এবং পাম্পানগর এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। ভুক্তভোগী হুসেনসাব তার মেয়েকে নিয়ে গঙ্গাবতীর একটি ছোট্ট বাড়িতে থাকেন। দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ায় তিনি গত কয়েক মাস ধরে কোপ্পাল ও বিজয়নগর জেলার অনেক জায়গায় ভিক্ষা করছেন। এদিকে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সদস্যরা গঙ্গাবতীতে তহসিলদারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ করার পরিকল্পনা করেছেন। তিনি বলেন, 'জেলায় সর্বস্তরের মানুষ সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করে। এটা নিছক নৃশংসতা যে নিরীহ বৃদ্ধকে মারধর করে ধর্মীয় স্লোগান দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

মসজিদ ও মাদ্রাসা নিষিদ্ধ করার দাবি মন্ত্রী গিরিরাজ সিং-এর

আপনজন ডেস্ক: বিজেপির নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং আবারও মসজিদ ও মাদ্রাসা সম্পর্কে বিষ উগরে দেন। তিনি বলেছেন যে বিহারে প্রচুর পরিমাণে অবৈধ মসজিদ ও মাদ্রাসা বিকাশ লাভ করছে যা দেশের জন্য বিপজ্জনক। তিনি নীতীশ কুমার সরকারের কাছে অবৈধ মসজিদ ও মাদ্রাসা নিষিদ্ধ করারও দাবি জানিয়েছেন।
গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, গিরিরাজ সিং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, দ্রুত ক্রমবর্ধমান অবৈধ মসজিদ ও মাদ্রাসার সংখ্যা দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। একই সঙ্গে তিনি বলেন, বিহারে অবৈধ মসজিদ ও অবৈধ মাদ্রাসার বন্যা দেখা দিয়েছে এবং রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এবং এর ফলে শুধু বিহার নয়, গোটা দেশের নিরাপত্তা হুমকিতে পরিণত হয়েছে।
গিরিরাজ সিং দাবি করেছেন যে বিহারে ছড়িয়ে থাকা অবৈধ মাদ্রাসা এবং মসজিদগুলি অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত এবং এর সাথে বৈধ মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষা চালু করা উচিত যাতে ভারতীয় প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে যাতে শিশুরা উন্নত শিক্ষা পেতে পারে। এদিকে, বিজেপি নেতা লালু-নীতীশ জোটেরও সমালোচনা করে বলেছেন যে এই জোটের তুষ্টির রাজনীতি ছেড়ে বিহারের কথা ভাবা উচিত।বিহারের মানুষের সম্পদ ও ধর্ম বিপন্ন হয়। এমনটা হলে এর জন্য দায়ী থাকবেন শুধু নীতীশ ও লালু।
উল্লেখ্য, এই প্রথম নয় যে গিরিরাজ সিং নীতীশ সরকারকে আক্রমণ করেছেন। এর আগেও বহুবার নীতীশ কুমারের ওপর রাগ করেছেন তিনি। বিহারের নীতীশ সরকার নালন্দার মাদ্রাসা আজিজিয়ার পুনর্গঠনের জন্য ৩০ কোটি টাকা ঘোষণা করার পরেও, গিরিরাজ সিং নীতীশ সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

দানবীর অ্যাকাডেমি

DANBIR ACADEMY

ভর্তি চলছে

প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪ ● আবাসিক বালক বিভাগ

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ

আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২

9143076708 9734387558

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

◆ বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
◆ সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
◆ সঠিক বাংলা উচ্চারণ
◆ বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
◆ পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
◆ প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩২৪ সংখ্যা, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ১৭ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

বিশ্লেষণ করো নিজেকে

পৃথিবীর প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরা যুগে যুগে বলিয়া গিয়াছেন–নির্বোধ থাকিয়ো না। চিন্তা করো। নিজের ভিতরে খুঁড়িয়া দেখো–কে তুমি? বিশ্লেষণ করো নিজেকে। মূলে যাও, উৎস যাও। পরিস্থিতির ওজন না বুঝিয়া যাহা খুশি বলিয়ো না। যাহা কিছু চাহিয়ো না। চিন্তা করো। ভাবো, আরও আরও ভাবো। গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করো।

পরিস্থিতিকে সন্ধিবিচ্ছেদ করো। বুঝিয়া দেখো–যাহা চাহিতেছ, তাহা কেন চাহিতেছ? কেবল চাহিতে হইবে বলিয়া কি চাহিতেছ? যাহা করিতেছ, তাহা কি ঠিক করিতেছ?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া তাহার পর পদক্ষেপ ফেলো। নইলে পদচ্যুতি ঘটিবে, পতন ঘটিবে। গর্তে পড়িবার পূর্বে বরং ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।

ইহা অতি সহজ কথা। আবার ইহাই অতি কঠিন কথা। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া হয়তো পাইপলাইনে থাকিবার জন্য লম্ফ দিয়া পাইপের মধ্যে অনেকে ঢুকিয়া পড়িতে চাহেন। কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলেও যদি কেহ পাইপলাইনে ঢুকিয়া পড়েন, তবে তিনি সেই পাইপলাইনে জ্যাম তৈরি করেন। সমস্যা তৈরি করেন।

বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন। সুতরাং মনীষীদের কথা নিভৃতে চোখ বন্ধ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বারবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কেন মনীষীরা বলিয়াছেন নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে? কেন নিজের ওজন বুঝিয়া লইতে বলিয়াছেন? কেন বলিয়াছেন–ভাবো, গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করো? কেন কেন কেন? কারণ, চিন্তা না করিতে পারিলে, নিজেকে এবং নিজের ওজন না জানিতে পারিলে বিপদে পড়িতেই হইবে। সুতরাং বিপদে যাহাতে না পড়িতে হয়, সেই জন্যই চিন্তা করিয়া পা ফেলিতে হইবে। সেই জন্যই কোনো কাজ করিবার পূর্বে গভীরভাবে ভাবিতে হইবে।

কিন্তু সকলের কি ভাবিবার ক্ষমতা থাকে? থাকে না। আসলে বেশির ভাগ মানুষই খুব বেশি 'চিন্তা' করিবার ধীশক্তি রাখেই না। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে খুব কম মানুষের। এই জন্যই দার্শনিক ভলতেয়ার বলিয়াছেন–'একজন মানুষকে উত্তরের চাইতে তাহার প্রশ্ন দ্বারা বিচার করো।'

কারণ প্রশ্ন করিতে হইলে চিন্তাভাবনা করিতে হয়। চিন্তাভাবনা করা তো এত সহজ নহে। সেই পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরিয়াছেন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। তিনি মনে করিতেন–'৫ শতাংশ মানুষ চিন্তা করিতে পারেন। ১০ শতাংশ মানুষ মনে করেন যে, তাহারা চিন্তাভাবনা করিবার ক্ষমতা রাখেন।

অন্যদিকে ৮৫ শতাংশ মানুষ যেন পণ করিয়াছে তাহারা বরং মারা যাইবেন তবু কষ্ট করিয়া চিন্তাভাবনার ধার ধারিবেন না।' সম্ভবত এই সিংহভাগ মানুষের মনের কথা পড়িতে পারিয়াছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর চীনা দার্শনিক লাইওস। তিনি বলিয়াছেন–'অত চিন্তাভাবনার কী আছে? চিন্তা বন্ধ করুন, দেখিবেন আপনার সমস্যাগুলিও উধাও হইয়া গিয়াছে।' কথাটি তিনি ব্যঙ্গার্থে বলিয়াছিলেন।

কারণ আমরা 'চিন্তা' করিতে পারি বলেই আমাদের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং–চিন্তা না করিতে পারিলে নিজের অস্তিত্ব লইয়াই টানাটানি পড়িবে।

কিন্তু যাহারা টমাস আলভা এডিসনের ভাবনা অনুযায়ী চিন্তা করিতেই ভয় পায়–তাহাদের কী হইবে? তাহারা আসলে অবোধ শিশু। যেই শিশু জানে না–আগুনের শিখায় হাত দিলে হাত পুড়িবে–সে তো আগুনের উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিয়া তাহা ধরিতে ব্যাকুল হইবেই। হাত না পোড়া পর্যন্ত সেই শিশুকে কিছুতেই সেই আগুনের আকর্ষণ হইতে রোখা যাইবে না।

আবার কেহ কেহ আছেন যাহারা অভ্যাস-দোষে আক্রান্ত। সেই যে প্রবাদে বলা হইয়াছে–'অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে,/ শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে।' সুতরাং নিজেকে চিনিতে হইবে। বুঝিতে হইবে নিজের ওজন। আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দূর করিতে হইবে অভ্যাস-দোষ। কাজ করিতে হইবে বুঝিয়া এবং ভাবিয়া। না বুঝিয়া পা ফেলিলে কখনো না কখনো পদচ্যুতি ঘটিবেই।

কী তাৎপর্য আছে এই যুদ্ধবিরতির?

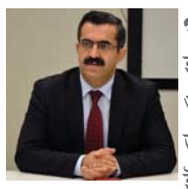

গাজাভিত্তিক ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলে অকস্মাত্ হামলা চালিয়ে বসে। ইসরাইলের দাবি, হামাসের ঐ হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত হয়। শুধু তাই নয়, দুই শতাধিক ব্যক্তিকে ইসরাইল থেকে ধরে গাজায় নিয়ে জিম্মি করে হামাস। জবাবে ৭ অক্টোবর থেকেই গাজা উপত্যকাকে অবরুদ্ধ করে মুহুর্মুহু বোমা হামলা শুরু করে ইসরাইল। পাশাপাশি শুরু করে স্থল অভিযান। গাজার হামাস সরকারের তথ্যানুযায়ী, অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলের হামলায় প্রায় ১৫ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই বেসামরিক লোক। লিখেছেন **মুহিতিন আতামান।**

গাজাভিত্তিক ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলে অকস্মাত্ হামলা চালিয়ে বসে। ইসরাইলের দাবি, হামাসের ঐ হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত হয়। শুধু তাই নয়, দুই শতাধিক ব্যক্তিকে ইসরাইল থেকে ধরে গাজায় নিয়ে জিম্মি করে হামাস। জবাবে ৭ অক্টোবর থেকেই গাজা উপত্যকাকে অবরুদ্ধ করে মুহুর্মুহু বোমা হামলা শুরু করে ইসরাইল। পাশাপাশি শুরু করে স্থল অভিযান। গাজার হামাস সরকারের তথ্যানুযায়ী, অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলের হামলায় প্রায় ১৫ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই বেসামরিক লোক। দুঃখজনক সংবাদ হলো, নিহত ফিলিস্তিনিদের মধ্যে অন্তত ৬ হাজার শিশু রয়েছে। বলা বাহুল্য, ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের কারণে এই অঞ্চল তো বটেই, ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় বিশ্বব্যাপী। সংঘাত বন্ধে বেশ কিছু পশ্চিমা রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকে। দাবি উঠতে শুরু করে যুদ্ধবিরতির। এরই ধারাবাহিকতা হিসেবে টানা ৫১ দিন পর কাতার, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় কার্যকর হয় 'চার দিনের যুদ্ধবিরতি'। যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে শর্ত থাকে, গাজায় হামলা চালাবে না ইসরাইল এবং হামাস ও ইসরাইল নিজেদের মধ্যে জিম্মি ও বন্দিবিনিময় করবে।

জানিয়ে রাখা দরকার, হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি শেষ হয় গত সোমবার। অবশ্য এই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আরো দুই দিনের জন্য যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয়।

যাহোক, চুক্তি মোতাবেক যুদ্ধবিরতির প্রথম চার দিনে হামাস ৬৯ জিম্মিকে মুক্তি দেয়, যাদের মধ্যে ছিল ৫১ জন ইসরাইলি এবং ১৮ জন অন্যান্য দেশের নাগরিক। অন্যদিকে, ১৫০ ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেয় ইসরাইল, যাদের মধ্যে ১১৭ জন শিশু ও ৩৩ জন নারী ছিল।

অস্বীকার করার উপায় নেই, সাময়িক সময়ের জন্য যুদ্ধ বন্ধ হলেও তা গাজাবাসীর জন্য স্বস্তিদায়ক। যদিও যুদ্ধবিরতির মধ্যেও অধিকৃত পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ইসরাইলি বাহিনী ফিলিস্তিনিদের গ্রেপ্তার অব্যাহত রেখেছে। তবে নতুন কোনো সুসংবাদ নেই এমন নয়। গণমাধ্যম মারফত পাওয়া শেষ খবর অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) ও ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের নেতাদের বৈঠক হয়েছে। মঙ্গলবার কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠক গাজাবাসীর জন্য শান্তির পথ অবারিত করবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা।

ফিরে দেখার বিষয়, যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে ইসরাইলের পক্ষ থেকে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি ছিল। যেমন–গাজা উপত্যকায় সব ধরনের সামরিক কার্যক্রম বন্ধ করা হবে। যুদ্ধবিরতি চলাকালে নতুন কোনো হামলা বা আক্রমণ চালানো হবে না। কাউকে গ্রেপ্তার করা হবে না। হামলার হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নেওয়া সালাউদ্দিন স্ট্রিটে চলাচলের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। মানবিক সাহায্যের প্রশ্নে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিয়ে যেসব ট্রাক গাজায় প্রবেশ করতে চায় বা প্রবেশের অপেক্ষায় ছিল, সেগুলোকে কোনো ধরনের বাধা দেওয়া হবে না। শুধু এগুলোই নয়, আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থার গাজায় প্রবেশ ও বন্দিদের মুক্তির প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার প্রতিশ্রুতিও ছিল ইসরাইলের তরফ থেকে। কোনো সন্দেহ নেই, ইসরাইলের কাছ থেকে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি আদায় করাটা 'দুর্দান্ত কূটনৈতিক সাফল্য'। আগামী দিনগুলোতে এসব প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন, সর্বোপরি দীর্ঘ মেয়াদে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করা গেলে তা এই অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য ও গোটা বিশ্বের জন্য শান্তি বয়ে আনবে। সমঝোতা চুক্তির আরো একটা বিষয়ের দিকে তাকানো দরকার। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, হামাস ধীরে ধীরে ইসরাইলি বন্দিদের মুক্তি দেবে–যেমনটা দিয়েছে। লক্ষণীয়, হামাস প্রতিদিন ১২ থেকে ১৩ জন বন্দিকে মুক্তি দিতে শুরু করে। প্রথম দল মুক্তি পায় যুদ্ধবিরতির প্রথম দিন, তথা শুক্রবার বিকেলে। ইসরাইলি কর্তৃপক্ষকে আমরা বলতে শুনেছি, হামাস প্রতি ১০ জন ইসরাইলি বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে যুদ্ধবিরতি এক দিন করে বাড়ানো যেতে পারে। অর্থাত্, যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো সম্ভব। এক্ষেত্রে কিছু জটিলতা আছে বটে, কিন্তু এই শর্তের বিপরীতে নয় হামাস। এই পটভূমিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা গেলে উভয় পক্ষকে দীর্ঘ মেয়াদে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করানোর ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলাটা অসম্ভব নয়।

ইসরাইল ও হামাসের যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে না দেখে উপায় নেই। অনেকে খালি চোখে একে 'অতি সাধারণ' হিসেবে দেখতে পারেন। তবে চলমান পরিস্থিতিতে একে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে হবে। এই যুদ্ধবিরতির মধ্য দিয়ে মূলত চারটি বিষয় সামনে এসেছে।

প্রথমত, যাই হোক না কেন, গাজার ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলি হামলা থেকে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও নিষ্কৃতি পেয়েছে। এই সময়কালে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলো গাজাবাসীকে সাহায্যের সুযোগ পেয়েছে, যা গাজাবাসীর জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। ভুলে গেলে চলবে না, গাজার নাগরিকেরা তীব্র খাদ্যসংকটের সম্মুখীন। প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্যসামগ্রী বহনকারী ট্রাকগুলো তাদের কাছে পৌঁছাতে পারার অর্থ হলো আরো বড় ধরনের মানবিক সংকট এড়াতে সক্ষম হওয়া, যা বিশ্বের দায়িত্বও বটে। গাজার হাজার হাজার লোকের জন্য চিকিত্সা সরঞ্জাম সরবরাহ অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। জ্বালানিসংকটে অতীষ্ঠ পরিবারগুলো। সাত সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা ভারী বোমাবর্ষণে ক্ষতবিক্ষত মৃত্যুপুরী গাজার মানবিক পরিস্থিতির উন্নতিতে এই কটা দিন কিছুটা হলেও কাজে এসেছে।

দ্বিতীয়ত, আমরা যদি ইসরাইলের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব, তেল আবিব কথা দিয়েছিল বটে, কিন্তু সব কথা রাখেনি! যুদ্ধবিরতি ঘিরে যে মাত্রায় প্রত্যাশা ছিল ইসরাইলের কাছে, তার সবটা পূরণ হয়নি। বরং যুদ্ধবিরতির মধ্যেও ভয়-আতঙ্ক ছড়িয়েই গেছেন কিছু ইসরাইলি কর্মকর্তা। তাদের পরিষ্কার ঘোষণা ছিল, যুদ্ধবিরতি শেষে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া হবে যথারীতি। খোদ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা করেন, 'যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পরপরই লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত হামলা চালিয়ে যাওয়া হবে।'

আরো দুঃখজনক সংবাদ, ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন কানে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কিত এক বিবৃতি দৃষ্টি কেড়েছে অনেকের। বিবৃতিতে বলা হয়, গাজার দক্ষিণাঞ্চলে প্রবেশের জন্য খানিকটা বিরতির প্রয়োজন ছিল ইসরাইলি সেনাদের। মূলত এজন্যই এই চুক্তিতে রাজি হওয়া! আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকেরাও কিছু বিষয় নিয়ে আশঙ্কা করেছেন। তাদের বক্তব্য, জীর্ণ-শীর্ণ ইসরাইলি সেনাবাহিনীকে চাঙ্গা করতে এই বিরতির প্রয়োজন ছিল, যার কারণেই বস্তুত তারা এতে রাজি হয়। এসব দুঃসংবাদই বটে।

অনেক আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক এ বিষয়ে একমত, ইসরাইলের খুব সহজেই যুদ্ধবিরতি মেনে নেওয়ার পেছনে অন্য কারণ ছিল নিশ্চিতভাবে। কারণ, চলমান যুদ্ধে আখেরে লোকসান হবে তেল আবিবেরই। এই বিবেচনায় সমঝোতার টেবিলে বসা ছাড়া ভালো কোনো বিকল্প ছিল না বিশেষত নেতানিয়াহুর হাতে। সত্যি বলতে, এই যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

যুদ্ধবিরতির ফলে হামাসের হাতে জিম্মি থাকা ইসরাইলি নাগরিকেরা মুক্তি পেতে শুরু করে, যাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিল পরিবার ও স্বজনেরা। নেতানিয়াহু সরকারের ভাবমূর্তি ফেরানো, তথা জিম্মিদের মুক্তি নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমশ দানা বাঁধা সমালোচনার পারদ নামিয়ে আনবে–এমন বাস্তব ধারণা থেকেই যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয় তেল আবিব।

তৃতীয়ত, অস্থায়ী ও সাময়িক সময়ের জন্য হলেও যুদ্ধবিরতিতে ইসরাইলকে রাজি করানোর কারণে তেল আবিবকে নিঃশর্ত সমর্থন প্রদানকারী পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে সমালোচনা কমে আসবে আগামী দিনগুলোতে। গাজায় ইসরাইলের নির্বিচার হামলার কারণে বিশ্ববাসীর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে পশ্চিমারা। এ কারণে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোরও চাওয়া ছিল তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপে হামলা বন্ধ করুক ইসরাইল। এক্ষেত্রে সুযোগ এনে দেয় যুদ্ধবিরতি চুক্তি। দিন শেষে নিজেদের 'শান্তি স্থাপনে মধ্যস্থতাকারী' হিসেবে দেখানোর অভিলাষ থেকেই যুদ্ধবিরতির পথে নামে পশ্চিমা পক্ষ।

চতুর্থত, বেশ কিছু পশ্চিমা ও অপশ্চিমা রাষ্ট্র, যেমন–তুরস্ক, চীন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কলম্বিয়া এবং কিছু উপসাগরীয় দেশ ফিলিস্তিনের মানবিক ট্র্যাজেডির অবসান ঘটাতে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে আসছে। জাতিসংঘ ও উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল–জিসিসি) মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাও রয়েছে এই তালিকায়।

সত্যি বলতে, এসব পক্ষের বেশির ভাগই সংঘাত ও সহিংসতার অবসানের আহ্বান জানাচ্ছে সম্ভবত এ কারণে যে, আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতির লঙ্ঘনের বিষয়ে আওয়াজ তুললে তাতে লোকসানের কিছু নেই। এর মধ্য দিয়ে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের চূড়ান্ত সমাধানের প্রশ্নে গৃহীত উদ্যোগের মিছিলে শামিল হলে বরং লাভই হবে। সব পক্ষের জন্য শান্তির এ ধরনের চিন্তা ইতিবাচকই বটে। বিশ্বের শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে সহিংসতা বন্ধে যে কোনো পক্ষের উদ্যোগকেই সাধুবাদ জানাতে হয়। আজকের দিনে এটাই বেশি জরুরি।

লেখক: আংকারা ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও ইনসাইট টার্কির প্রধান সম্পাদক

ডেইলি সাবাহ থেকে অনুবাদ:

মিথ্যারও মহত্ত্ব আছে

সনাতন পাল

কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দোপাধ্যায় বলেছিলেন-" মিথ্যারও মহত্ত্ব আছে। হাজার হাজার মানুষ কে পাগল করিয়া দিতে পারে মিথ্যার মোহ। চিরকালের জন্য সত্য হইয়াও থাকিতে পারে মিথ্যা।" এই কথার সত্যতা যেমন হিটলার প্রমাণ করেছিলেন, তেমনি আজও প্রাসঙ্গিক। একথা সত্যিই যে,মিথ্যা কথা বলে মানুষকে স্বপ্নের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ হলো আমরা বেশির ভাগ মানুষই মোহ গ্রস্ত। তাই আমাদের সহজেই মিথ্যে বলে মোহের মায়াজালে আবদ্ধ করে বিপথে পরিচালিত করা খুব একটা কঠিন কাজ নয় । কেউ যদি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বড় কোনো স্বপ্ন দেখান, তাহলে মানুষ তার পেছনেই ছুটতে থাকেন। তখন যদি কেউ বলেন যে - ও পথে যেও না, বৃথাই কষ্ট করছো কিছুই পাবে না, কিন্তু সে ঐ কথা শুনতে চাইবে না। ভাবে যদি কিছু ভালো হয়! কিছু মানুষের এরূপ মানসিক স্থিতির কারণেই বোধহয় বর্তমানে চাকরি দেবার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুঁষ নিয়ে দালাল রা মানুষের সাথে প্রতারণা করতে সক্ষম হচ্ছেন।

বিগত দিনে যে সকল বড় বড় দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে, সে সবের ভিত্তি ভূমিতেও এই একই থিয়োরি কাজ করেছে বলে মনে হয়। মিথ্যের মোহে সত্যিই মানুষ কে পাগল করে দেওয়া সম্ভব। শুধু মিথ্যে টা ঠিকঠাক গুছিয়ে বলতে পারলেই অনেক ক্ষেত্রে এটা সম্ভব। এই রকম মিথ্যের মোহে পাগল করেই প্রেমের অভিনয় করে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কত যুবতি অন্তঃসত্ত্বা হচ্ছেন পরে বিয়ে না করে প্রতারক প্রেমিকরা কেটে পড়ছেন! অনেকেই ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে ঘর ছাড়ছেন, অবশেষে ভিন রাজ্যে বিক্রি হয়ে যাচ্ছেন। মানুষের স্বাভাবিক একটা প্রবণতা রয়েছে, সেটা হলো নিজের প্রশংসা এবং নিজের বা পরিজনের ভালো কথা বা স্বার্থ সিদ্ধির কথা সে শুনতে ভালোবাসে। কোনো মানুষের স্বপ্ন পূরণের প্রতিশ্রুতি বা আশার কথা শুনতে ভালোবাসে। সেটা যদি মিথ্যা হয় তবুও শুনতে আগ্রহী হবে। কিন্তু সত্যি টা যদি খারাপ হয়

তাহলে সে সহজে তেমন সত্যির মুখোমুখি হতে চাইবে না। নিষ্ঠুর সত্যির চেয়ে সে মধুর মিথ্যে শুনতেই বেশি ভালোবাসেন। মানুষের এই দুর্বলতা কে কাজে লাগিয়ে সমাজে একশ্রেণীর মানুষ, তাঁরা নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে চলেছেন।

আজকাল জ্যোতিষীরাও অনেকে এই থিওরি কে কাজে লাগাচ্ছেন। মানুষ যখন একবার জ্যোতিষীর কাছে যান, সেই জ্যোতিষি মিথ্যে হলেও ভালো ভালো কথা যদি গুছিয়ে বলতে পারেন তাহলে ঐ ব্যক্তি ঐ জ্যোতিষিকে দক্ষিণা দিতে কোনো ইতঃস্তোত বোধ করেন না। পাশাপাশি ঐ ব্যক্তির কাছে রত্ন বিক্রি করতেও জ্যোতিষীকে খুব একটা বেগ পেতে হয় না।

আবার মানিক বন্দোপাধ্যায় এটাও বলেছেন যে- " কেহ বিশ্বাস করে, কেহ করে না। যে বিশ্বাস করে সেও সত্য- মিথ্যা যাচাই করে না, যে অবিশ্বাস করে সেও করে না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা নির্ভর করে মানুষের খুশির উপর।" এই জন্যই বোধহয় বর্তমান সমাজে সত্যের আলাদা কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন । সত্য আর মিথ্যা মিলেমিশে এমন একটা কিছু তৈরী হয়, যেমন অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন মিলে জল তৈরী হয়। যার মধ্যে আলাদা করে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের গুণাবলী থাকে না। হয়তো এমনি ভাবেই সমাজে সত্যি এবং মিথ্যার আলাদা কোনো গুণাবলীর সন্ধান পাওয়া কঠিন । মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাস করা খানিকা আবেগের উপরেও নির্ভর করে। এর কারণ হলো রবীন্দ্রনাথের সেই কথা- " যুক্তির একটা ব্যকরণ আছে, অভিধান আছে, কিন্তু আমাদের রুচির অর্থাৎ সৌন্দর্যজ্ঞানের আজ পর্যন্ত একটা ব্যকরণ তৈরী হইল না। তাহার কারণ , সে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে নির্ভয়ে বাস করিয়া থাকে- এবং সে দেশে " কেন "-আদালতের ওয়ারেন্ট জারি হইতে পারে না। " এক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে যে যুক্তির ব্যকরণ থাকলেও যদি রুচির ব্যকরণ না থাকে তাহলে যুক্তির পক্ষে রুচিকে নির্ণয় করা খুবই কঠিন কাজ। আবার কবিগুরুর এই কথাও ঠিক -" আগুন কে যে ভয় পায়, সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না"। অনুরূপ ভাবে যাঁরা সত্যি কে ভয় পায় তাঁরা কখনও সত্যি কথা বলতেই পারে না, ফলে মিথ্যা,সত্যের ঘাড়ের উপর এমন ভাবে জাঁকিয়ে বসে যে, সেখান থেকে সত্যকে টেনে বের করা ভীষণ কঠিন হয়ে পরে । যে সমাজে অধিকাংশ মানুষই সত্য কে ভয়, সেই সমাজে সত্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ভীষণই কঠিন। এবার সকলেই বিচার করুন আমরা ঠিক কি রূপ পরিস্থিতির মধ্যে সমাজে জীবিত রয়েছি? যদি মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতির বদল ঘটানো দরকার, তাহলে সবার প্রথম কাজ হলো নিজেকে বদলানোর মধ্য দিয়েই সেই পরিবর্তনের অভিমুখে গমন শুরু করা। আর এই যাত্রা পথে যদি কখনও কোনো বাধা আসে, তবে তাকে মারিয়েই সামনের দিকে এগোতে হবে।

প্রথম নজর

সাইকেলে করে মালয়েশিয়া থেকে মক্কার পথে হজযাত্রা

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন পবিত্র হজ পালন করতে সাইকেলে করে সৌদি আরবের মক্কায় উদ্দেশে বের হয়েছেন মালয়েয়িশার চার মুসলিম। স্থলপথে তাদের সময় লাগবে প্রায় সাত মাস। আগামী বছরের মে মাসে প্রায় ১২ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তারা সৌদি আরবের মক্কায় পৌঁছবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এ সময় তারা মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, আমিরাতসহ ছয় দেশ পাড়ি দেবেন।

মালয়েশিয়াভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম দি সান সূত্রে জানা যায়, সাইকেলে হজযাত্রা শুরু করা এ দলে রয়েছেন দেশটির সংবাদ সংস্থার সাবেক সাংবাদিক চে সাদ নরদিন (৭৩)। অন্যরা হলেন, আহমেদ মোহাম্মদ ইসা (৩৫), নোরাদিলাহ মোহাম্মদ সাপি (৩৬) ও বন গবেষণা কর্মী আবদুল হালিম তালহা (৫৬) তারা তাদের সাইক্লিং মিশনের তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফেসবুক পেজ কেমবারা মেমবুরু হিকমাহ (কেএমএইচ) জানাচ্ছেন।

সাদ নরদিন বলেন, মূলত ২০১৯ সাল থেকে সাইকেলে করে আমাদের পবিত্র হজ পালন করার পরিকল্পনা ছিল। তবে পরবর্তীতে কভিড-১৯ সংকটের কারণে কয়েকবার এ পরিকল্পনা বিলম্ব করতে হয়।

সাইকেল ভ্রমণের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মসহ সবাইকে আমি একটি বার্তা দিতে চাই। তা হলো, একজন মালয়েশিয়ান হিসেবে আমি আমার এ বয়সেও বিভিন্ন দেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। আমি মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে ভ্রমণ করার মতো সুস্বাস্থ্য দিয়েছেন। মক্কা যাওয়ার পুরো ভ্রমণ আমি উপভোগ করতে চাই। তিনি আরো জানান, গত আগস্ট থেকে অন্য তিন বন্ধুসহ তারা দীর্ঘ ভ্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছেন। এ জন্য তারা বীমা ও ভিসা নেওয়ার পাশাপাশি সাইকেল চালানোর অনুশীলন এবং শারীরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া ভ্রমণকালে তাদের সবাইকে সাইকেলে করে প্রাথমিক চিকিৎসার কিট, ক্যাম্পিং সরঞ্জাম, সোয়েটার, ক্যামেরা ও সাইকেলের খুচরা যন্ত্রাংশসহ আনুমানিক ৬০ কেজি বহন করতে হয়েছে।

সাইকেলে হজযাত্রার একমাত্র নারী সদস্য নোরাদিলা জানান, ২০১৬ সালে তার স্বামীর সঙ্গে তিনিও সাইকেল চালিয়ে ওমরাহ করতে মক্কায় গিয়েছিলেন। তবে আগের তুলনায় এবারের সাইকেল যাত্রা পুরোপুরি ভিন্ন।

কারণ এবার আমরা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ পবিত্র হজ পালন করব। ভ্রমণকালে যেসব অতিক্রম করবে সেখানে আমরা একসঙ্গে হানিমুনেও যেতে পারি। তবে তা দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে হবে।

জাতিসংঘে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ভোট দিল রাশিয়াসহ ৯১ দেশ

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘে দখলকৃত গোলান হাইটসের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে একটি রেজুলেশন পাশ হয়েছে। এতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে ৯১টি দেশ আর পক্ষে ভোট দিয়েছে ৮ দেশ। বিরুদ্ধে ভোট দেয়া দেশগুলোর মধ্যে আছে রাশিয়া, ভারত, চীন, ব্রাজিল ও সৌদি আরব। অপরদিকে ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নেয়া দেশগুলোর মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। ভোটে অনুপস্থিত ছিল ৬২ দেশ। ভোটের জন্য ওই রেজুলেশনটি জাতিসংঘে উত্থাপন করে একটি গ্রুপ যাতে রয়েছে- আলজেরিয়া, ভেনিজুয়েলা, মিশর, জর্ডান, ইরাক, কাতার, উত্তর কোরিয়া, কিউবা, কুয়েত, লেবানন, মৌরিতানিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিরিয়া ও তিউনিশিয়া। প্রস্তাবে আটটি বিধান রয়েছে। প্রথমটিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েল এখনও পর্যন্ত ১৯৮১ সালের জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৪৯৭ নং প্রস্তাব বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে, যা ইসরায়েলের সংযুক্তি বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণা করে। তাছাড়া, 'নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব বাস্তবায়নে ইসরায়েলকে ৪ জুন ১৯৬৭ সালের সমস্ত দখলকৃত সিরিয়ার গোলান মালভূমি থেকে সরে আসার জন্য আরও একবার দাবি করা হয়েছে। কেননা গোলান অঞ্চলকে দখল করে রাখার মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার পথ আরও কঠিন করে রাখছে ইসরায়েল।

যুদ্ধবিরতি শেষে গাজায় তীব্র লড়াই, নিহত ১০০

আপনজন ডেস্ক: টানা সাতদিনের যুদ্ধবিরতি শেষে আজ শুক্রবার সকাল থেকে ফের গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় নতুন করে ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ১০০ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অনেকে। গাজার মেডিকেল সূত্র আল জাজিরাকে নিহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছে।

এদিকে হামাসের সশস্ত্র উইং কাশেম ব্রিগেডস বলেছে, তারা ইসরায়েলের দক্ষিণে আশকেলন, সেদেরাত, বীরশেবা শহরে রকেট হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ জানিয়েছে, আজ সকালে দক্ষিণ নিরিমে মর্টার শেলের আঘাতে পাঁচজন আইডিএফ সেনা আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে তিনজন সেনা মাঝারি আহত হয়েছেন এবং বাকি দুইজন সামান্য আঘাত পেয়েছেন।

ইসরায়েলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, হামাসের কাছে এখনো

১৩৭ জন জিম্মি বন্দী অবস্থায় আছে।

গত ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইসরায়েলে অভিমুখে হাজার হাজার রকেট ছুড়ে হামাস। সেইসঙ্গে হামাসের যোদ্ধারা ইসরায়েলের সীমান্ত ভেদ করে দেশটিতে তাণ্ডব চালায়। এতে ইসরায়েলে নিহত হয়েছে ১২০০ জন। আহত হয় তিন হাজারের বেশি। সেইসময়ে ২৫০ জনকে অপহরণ করে হামাসের যোদ্ধারা।

এরপরের গাজায় পাল্টা আক্রমণ শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা ১৫ হাজার ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছে ৩০ হাজারের বেশি। টানা প্রায় দেড় মাসের বেশি সময় ধরে হামাস ও ইসরায়লের যুদ্ধের পর উভয়পক্ষ প্রথমে চারদিনের যুদ্ধবিরতিতে যেতে সম্মত হয়। এরপর দুইধাপে আরও তিনদিন বাড়ানো হয়। আজ সকালেই সেই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হয়। এরপরেই উভয়পক্ষের মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়েছে।

ইহুদি বিদ্বেষের অভিযোগে ইউরোপীয় লেখক-শিল্পীদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলের নির্বিচার হামলা ও হত্যাযজ্ঞ বন্ধে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ইউরোপেও বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলছে। এসব বিক্ষোভ-প্রতিবাদে প্রতিদিনই লাখ লাখ মানুষ অংশ নিচ্ছেন। একইভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ও জায়নবাদী ইসরাইলের বর্ণবাদ ও গণহত্যার বিপক্ষে সরব অসংখ্য মানুষ। কিন্তু যারা সবসময় মানবতা, উদারতা ও গণতন্ত্রের বুলি আওড়ায়, ইউরোপের সেই সরকারগুলোর পক্ষ থেকেই নাগরিকদের কণ্ঠরোধের ব্যাপক চেষ্টা দেখা গেছে। একইভাবে এখন লেখক, কবি ও শিল্পীদেরও একঘরে করার চেষ্টা করা হচ্ছে। 'ইহুদিবিদ্বেষী' আখ্যা দিয়ে কখনও শিল্পীদের শিল্প প্রদর্শনী বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। কবি ও লেখকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হচ্ছে। বাধা দেয়া হচ্ছে বই প্রকাশনায়। যার ফলে এই অঞ্চলে সংস্কৃতি চর্চার অভিন্ন স্থানগুলো ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। হামাস-ইসরাইল সংঘাতে মানবতার পক্ষে কথা বলায় এবং গাজায় ইসরাইলের নির্বিচার হামলার সমালোচনা করায় সম্প্রতি অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিকের বিরুদ্ধে 'ইহুদিবিদ্বেষে'র অভিযোগ তুলেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। জার্মানি থেকে শুরু করে যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডসসহ অনেক দেশে তাদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনী, বইমেলা বা অন্যান্য আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়া হচ্ছে। প্রতিবেদন মতে, গত অক্টোবরের শুরুতে

যখন ইসরাইল-হামাস সংঘাত শুরু হয়, তখন বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শহিদুল আলম জার্মানিতে একটি চিত্রকর্ম প্রদর্শনী আয়োজনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলের নির্বিচার হামলার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন তিনি। এ কারণে জার্মান আয়োজকেরা তার বিরুদ্ধে 'ইহুদিবিদ্বেষে'র অভিযোগ এনে তার একটি প্রদর্শনী বাতিল করে। আল জাজিরা বলেছে, বিশ্ব মানবাধিকার লঙ্ঘন ইস্যুতে কথার বলার ক্ষেত্রে শহিদুল আলম নতুন কোনো মুখ নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নিয়ে কয়েক দশক ধরে কাজ করছেন তিনি। গাজায় ইসরাইলের নির্বিচার হামালার ক্ষেত্রে চুপ থাকেননি শহিদুল আলম। হামলার শুরু থেকেই ফেসবুকে সংঘাত নিয়ে অসংখ্য পোস্ট করেছেন তিনি। কিন্তু এসব পোস্টের কারণে শহিদুল আলমকে 'ইহুদিবিদ্বেষী' অভিহিত করে জার্মান বাইয়েনাল ফর কনটেম্পোরারি ফটোগ্রাফি থেকে তার নাম বাদ দেয়া হয়।

কারণ হিসেবে ২১ নভেম্বর এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, 'গত ৭ অক্টোবরের পর নিজের ফেসবুক চ্যানেলে শহিদুল আলমের বিভিন্ন পোস্ট এমন বিষয়বস্তুকে সামনে এনেছে, যা ইহুদিবিদ্বেষী বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।' এ ঘটনার প্রতিবাদে আলমের দুই বাংলাদেশি সহ-কিউরেটর তানজিম ওয়াহাব ও মুনেম ওয়াসিফ প্রদর্শনী থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করেন। আয়োজক সংস্থা যে অভিযোগ করেছে, তা নাকচ করে দিয়েছেন তারা। তারা এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'ইতিহাসের কোন দিকে আমরা দাঁড়াবো তার সিদ্ধান্ত নেয়ার নৈতিক দায়িত্ব আমাদেরই।'

অভিযোগ নিয়ে আল জাজিরাকে এক সাক্ষাৎকারে শহিদুল আলম নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে বলেন, 'আমি ইহুদিবিদ্বেষী নই। আমি জায়নবাদের বিরোধী এবং একইভাবে আমি উপনিবেশবাদ, অন্যের জমি দখল করে জোরপূর্বক বসতিস্থাপন, বর্ণবাদ, জাতিবিদ্বেষ ও গণহত্যার বিরোধী।' তিনি আরও বলেন, 'আমি কোনোভাবেই ইহুদিবিদ্বেষী নই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, জার্মানি এ দুটিকে (ইহুদিবিদ্বেষ ও জায়নবাদ বিরোধিতা) এক করে দেখছে যা তাদের শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদের স্বার্থকেই চরিতার্থ করছে।'

বিতর্কিত দক্ষিণ চিন সাগরের দ্বীপে ফিলিপাইনের স্টেশন

আপনজন ডেস্ক: বিতর্কিত দক্ষিণ চিন সাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপে উপকূলরক্ষী স্টেশন স্থাপন করছে ফিলিপাইন। যাতে জলসীমায় চিনা জাহাজগুলোর ওপর নজরদারি উন্নত করা যায়। ফিলিপাইনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এডুয়ার্ডো আনো দেশটির অধীনস্থ থিতু দ্বীপ পরিদর্শনের সময় শুক্রবার এই ঘোষণা দেন।

স্টেশনটি ইতিমধ্যে নির্মিত হয়েছে এবং আগামী বছরের শুরুতে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আনো জানিয়েছেন, উপকূলরক্ষী স্টেশনটি রাডার, স্যাটেলাইট যোগাযোগ, উপকূলীয় ক্যামেরা এবং নৌযান ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাসহ 'উন্নত ব্যবস্থা' দিয়ে সজ্জিত হবে।

ফিলিপাইনের কোস্ট গার্ডের (পিসিজি) কথা উল্লেখ করে আনো বলেন, 'এই ব্যবস্থাগুলো চিনা সামুদ্রিক বাহিনী, এখানে আসতে পারে এমন অন্যান্য দেশ এবং সেই সঙ্গে আমাদের নিজস্ব সরকারি জাহাজ ও বিমানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য পিসিজির ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করবে।' আনো এ পদক্ষেপকে 'গেম চেঞ্জার' হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন।

থিতু ফিলিপাইনের প্রধান দ্বীপ পালাওয়ান থেকে প্রায় ৪৩০ কিলোমিটার এবং চিনের নিকটতম প্রধান ল্যান্ডমাস হাইনান দ্বীপ থেকে ৯০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে।

বেইজিং তার প্রতিবেশীদের উপকূলের কাছাকাছি পানি, দ্বীপসহ দক্ষিণ চিন সাগরের অধিকাংশ অংশ নিজের বলে দাবি করে। এর মাধ্যমে তারা একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে।

ট্রাইব্যুনাল অনুসারে, তাদেরএ দাবির কোনো আইনি ভিত্তি নেই।

চিন পানিতে টহল দিতে জাহাজ মোতায়েন করে এবং তার অবস্থানকে শক্তিশালী করতে কৃত্রিম দ্বীপ ও সামরিক স্থাপনা তৈরি করেছে।

ফিলিপাইন, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান এবং ভিয়েতনামও সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপ ও প্রাচীরের দাবি করেছে, যেগুলোর পানির নিচে গভীর পেট্রোলিয়াম মজুদ রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

আরো পড়ুন : চিনা 'ভাসমান ব্যারিকেড' সফলভাবে অপসারণের দাবি ফিলিপাইনের

এদিকে ম্যানিলা ও বেইজিংয়ের মধ্যে সম্পর্ক সাম্প্রতিক মাসগুলোতে জলসীমায় বেশ কয়েকটি ঘটনার জন্য বিপর্যস্ত হয়েছে, যার মধ্যে ফিলিপাইন ও চিনা নৌকাগুলোর মধ্যে দুটি সংঘর্ষ রয়েছে। এ ছাড়া দেশগুলো এক ওপরকে দোষারোপ করেছে।

শুক্রবার আনো ফিলিপিনো জেলে ও টহল নৌকাগুলোর প্রতি 'অবৈধ' ও 'আক্রমনাত্মক' আচরণে জড়িত থাকার জন্য চিনা উপকূলরক্ষী এবং অন্যান্য জাহাজকে অভিযুক্ত করেছে। তিনি বলেন, 'এটি বিশুদ্ধ উত্পীড়ন।

আমরা নড়ব না। আমরা আমাদের মাটিতে দাঁড়াব। যেকোনো শক্তি আমাদের নিপীড়ন ও বের করে দেওয়ার চেষ্টা করলে আমরা বিচলিত হব না।'

যুদ্ধ আবার শুরু: ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় আবারো হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। শুক্রবার এক বিবৃতিতে এই ঘোষণা দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। আইডিএফ-এর অভিযোগ, শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টার (বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টা) আগে জিম্মি হস্তান্তরের তালিকা সরবরাহ না করে হামাস যুদ্ধবিরতির চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। সেই সঙ্গে তারা ইসরায়েল লক্ষ্য করে রকেটও নিক্ষেপ করেছে। ফলে আবারও গাজায় হামলা জোরদার করছে ইসরায়েলি বাহিনী। উল্লেখ্য, টানা ৪৮ দিন যুদ্ধ শেষে গত ২৪ নভেম্বর থেকে চার দিনের সাময়কি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী

হামাস ও ইসরায়েল। এরপর প্রথম দফায় দুদিন বাড়ানোর হয় সেই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ। দ্বিতীয় দফায় আরও একদিনের জন্য সাময়িক যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয়। স্থানীয় সময় আজ শুক্রবার সকাল ৭টায় এই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হয়। দ্বিতীয় দফায় যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে হামাস এই বিরতি অব্যাহত রাখার জন্য জিম্মি হস্তান্তরের তালিকা সরবরাহ করেনি বলে অভিযোগ ইসরায়েলের।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজার ৬০ শতাংশ বাড়িঘর ধ্বংস করেছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধ বিরতি শেষ হতে না হতেই আবারো হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল।

গাজা প্রশাসন জানিয়েছে, দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার বিমান হামলা ও বৃষ্টির মতো বোমাবর্ষণে সেখানকার ৬০ শতাংশ বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে।

শুত্রবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি।

গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, গাজায় প্রায় ৫০ হাজার পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে।

বেশির ভাগ বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে গাজা নগরীসহ উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে। এছাড়া গাজায় প্রায় আড়াই লাখ বাড়িঘর আংশিক ধ্বংস হয়েছে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালায়। জবাবে ওই দিনই পাল্টা হামলা শুরু করে ইসরায়েল।

এর মধ্যে জেরুজালেমসহ ফিলিস্তিনের কয়েকটি জায়গায় আশ্রয়শিবিরে অভিযান চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এছাড়া গাজা থেকে পালানোর সময় বেসামরিক লোকজনের ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলা চালানোর খবর এসেছে। হামলা হয়েছে গাজার হাসপাতালেও।

মাদ্রিদের ব্যস্ত সড়কে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত

আপনজন ডেস্ক: স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের একটি ব্যস্ত সড়কে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। এ সময় হেলিকপ্টারটির সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। এতে তিনজন আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সময় শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শহরটির জরুরি পরিষেবাগুলোর বরাতে রয়টার্সের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, হেলিকপ্টারে দুইজন ব্যক্তি ছিলেন। তাদের একজন পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

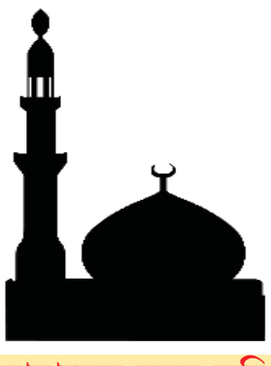

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৫	৬.০১
যোহর	১১.৩১	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৫	

জার্মানিতে হামলা পরিকল্পনার অভিযোগে দুই কিশোর গ্রেপ্তার

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির লেভারকুজেন শহরের ক্রিসমাস মার্কেটে বোমা বিস্ফোরণের ছক কষছিল দুই কিশোর। তথাকথিত 'ইসলামিক স্টেট'-এর একটি শাখায় যোগ দিতে তারা আগ্রহী ছিল বলেও মনে করছে পুলিশ।

জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের শহর লেভারকুজেনের ক্রিসমাস মার্কেটে সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করেছিল দুই জার্মান কিশোর, বৃহস্পতিবার এমনটা জানান জার্মান প্রসিকিউটর।

অভিযুক্তদের মধ্যে আছে নর্থ রাইন ভেস্টফালেন রাজ্যের এক ১৫-বছর-বয়সী কিশোর ও ব্রান্ডেনবুর্গ রাজ্যের বাসিন্দা ১৬-বছর-বয়সী এক কিশোর। বুধবার (২৯ নভেম্বর) তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। কর্তৃপক্ষ জানায়, ১৫-বছর-বয়সী এক কিশোর একটি চ্যাট গ্রুপে লেভারকুজেনের ক্রিসমাস মার্কেটে হামলার কথা আলোচনা করে। কিশোরটি বলে যে 'ট্রাকে জ্বালানি ভরে বিস্ফোরণ' ঘটানোর উদ্দেশ্যে গ্যাসোলিন জোগাড় করেছে সে।

প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, এই দুই কিশোর হামলার পর জার্মানি ছেড়ে আফগানিস্তানে তথাকথিত জঙ্গি সংগঠন 'ইসলামিক স্টেট'-এর একটি শাখায় যোগ দিতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিশোরদের বাসা থেকে জব্দ করা হার্ড ড্রাইভসহ নানা ধরনের ডিভাইসের তথ্য-উপাত্ত খতিয়ে দেখছে কর্তৃপক্ষ। তবে গ্যাসোলিন বা অন্য জ্বালানি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ইরাকে রাস্তার পাশে বোমা ও বন্দুক হামলা, নিহত ১০

আপনজন ডেস্ক: ইরাকে রাস্তার পাশে বোমা ও বন্দুক হামলায় হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ১৪ জন। শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স। জানা গেছে, ইরাকের পূর্বাঞ্চলীয় দিয়ালা প্রদেশে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাস্তার ধারে মূলত হামলাকারীরা একটি গাড়ি ও উদ্ধারকারীদের ওপর হামলা চালালে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে।

স্পেন থেকে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার

আপনজন ডেস্ক: স্পেনের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ হামাসের হামলার নিন্দা করার পাশাপাশি গাজায় ইসরায়েলের আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞেরও সমালোচনা করেছেন। এর ফলে স্পেন এবং ইসরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। স্পেনে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রত্যাহার করেছে ইসরায়েল। ৩০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলি কোহেন মাদ্রিদে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত রোডিকা রেডিয়ান গর্ডনকে পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠান। এই পদক্ষেপের অর্থ হলো স্পেনে দেশটির কূটনৈতিক মিশন অনির্দিষ্টকালের জন্য খালি থাকবে। কোহেন সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম এক্সে ঘোষণা করেছেন, 'স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রীর আপত্তিকর মন্তব্যের পর আমি পরামর্শের জন্য স্পেনের ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে

জেরুজালেমে ফিরে আসার আদেশ দিয়েছি।' তিনি যোগ করেছেন, 'ইসরায়েল আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণ করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। সমস্ত জিম্মিদের মুক্তি না দেওয়া এবং গাজায় হামাসের নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব।' কূটনীতির ক্ষেত্রে একজন রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করার অর্থ কঠোরতম সতর্কতা এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আগের চূড়ান্ত পদক্ষেপ। গাজা যুদ্ধ নিয়ে স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রী ইসরায়েলের কঠোর সমালোচনা করার পর এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে দেশটি।

আফগানিস্তানে শিয়া ধর্মগুরুদের ওপর গুলি, নিহত অন্তত ৭

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে দুই শিয়া ধর্মগুরুকে বহনকারী একটি রিকশায় অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা গুলি চালালে অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও বাসিন্দারা এ তথ্য জানিয়েছেন।

হেরাতের গোয়েন্দা বিভাগের ওই কর্মকর্তা বলেন, হামলাটি শহরের কোরা মিলি এলাকায় হয়েছে।

এতে সাতজন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, নিহতদের মধ্যে চারজন নারী রয়েছেন এবং দুই ধর্মগুরুই নিহত হয়েছেন।

একজন বাসিন্দা জানান, তারা একটি ত্রিচক্রযানে করে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা তাদের ওপর গুলি চালায়। তিনি বলেন, 'এই গুলির লক্ষ্য ছিলেন সম্ভবত দুই শিয়া ধর্মীয় পণ্ডিত।'

শিয়ারা আফগানিস্তানে সংখ্যালঘু এবং অধিকাংশই হাজারা সম্প্রদায়ের। তারা প্রায়ই ইসলামিক স্টেট (আইএস) গ্রুপের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়। গোষ্ঠীটি তাদের ধর্মদ্রোহী বলে মনে করে।

২০২১ সালের আগস্টে তালেবানরা আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে বিদ্রোহ শেষ করার পর থেকে দেশটিতে সহিংসতা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

তবে আইএসের আঞ্চলিক অধ্যায়সহ বেশ কয়েকটি সশস্ত্র গোষ্ঠী হুমকি হিসেবে রয়ে গেছে।

প্রথম নজর

দোকান ভাঙার কাজ শুরু আদালতের নির্দেশে, ক্ষোভ মথুরাপুরে

নকীব উদ্দিন গাজী ● মথুরাপুর

আপনজন: আদালতের নির্দেশে অবৈধ দোকান ভাঙা নিয়ে উত্তেজনা মথুরাপুরে।

শুক্রবার মথুরাপুর থানার হাসপাতাল মোড়ে আদালতের নির্দেশে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবৈধ ১০ টি দোকান ভাঙা হয়। জানা যায়, মথুরাপুর এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিত হালদার এলাকার সরকারি জায়গা অবৈধভাবে দখল হওয়ার ফলে উচ্চ আদালতে মামলা করেন। যে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত পি ডব্লিউ ডি এর জায়গার উপর গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেন। আদালতের নির্দেশের পর প্রথম অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গেলে প্রশাসনকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। শুক্রবার পুনরায় মথুরাপুর থানার পুলিশ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক ও পি ডব্লুই ডি দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে মথুরাপুর হাসপাতাল মোড়ে দশটি দোকান ভাঙা হয়। এরই জেরে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের।

ব্যবসায়ীদের দাবি, আদালতের নির্দেশমতো অবৈধ সব দোকান ভাঙ্গা হচ্ছে না। বেছে বেছে কয়েকটি দোকান ভাঙ্গা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

শিশুদের নিয়ে পিকনিক করে বিবাহ বার্ষিকী

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: দুঃস্থ শিশুদের নিয়ে বনভোজনের মাধ্যমে বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করলেন এক দম্পতি। পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের পলসন্ডা শাখায় কর্মরত মঞ্জয় সাউ এবং তার স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সাউয়ের বিবাহ বার্ষিকী ছিল বৃহস্পতিবার। অন্যভাবে তা উদযাপন করলেন। সাগরদিঘী উইনার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় সাগরদিঘী থানার বাড়ালা অঞ্চলের কোমাড্ডা গ্রামে আদিবাসী দুঃস্থ বাচ্চাদের নিয়ে এই বনভোজনের আয়োজন করে ওই দম্পতি।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে থানা ঘেরাও, বিক্ষোভ মহিলাদের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ সাগরপাড়ায় জলের ডাম হাতে নিয়ে বিক্ষোভ মহিলাদের। মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়ার থানার ঘটনা। ঘটনার পর সাগরপাড়া থানা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

সাগরপাড়া থানার সীমান্তবর্তী চকচৈতন্য এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিকযুক্ত জল পান করছেন। বহুদুর থেকে অন্য গ্রাম থেকে জল এনে খেতে হচ্ছে গ্রামের মানুষদের । অনেকেই জল কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছেন।

পাশাপাশি গরীব মানুষ জল কিনতে না পেরে আর্সেনিকযুক্ত জলই পান করছেন।

পানীয় জলের দাবিতে একাধিকবার স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে এবং জলঙ্গী বিডিও অফিসে যোগাযোগ করা হলেও আশ্বাস ছাড়া কিছুই মেলেনি বলে খুশি ঘোষ নামের এক গৃহবধূ জানান তিনি আরও বলেন এদিন বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা সাগরপাড়া থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। মহিলারা জলের ডাম হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। সেলাফি মন্ডল জাননা দীর্ঘ দিন ধরে আর্সেনিক যুক্ত জল খেয়ে আসছি বিভিন্ন দপ্তরে জানিও কোনো সুরাহা না মেলায় বাধ্য হয়ে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। আমাদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রয়োজন।

শেষ পর্যন্ত সাগরপাড়া থানার নবনিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অরিজিৎ ঘোষের মৌখিক আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে বন্ধ হল বানারহাটের আরও একটি চা বাগান

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে বন্ধ হয়ে গেল বানারহাট এর আরও একটি চা বাগান। এবার বন্ধ হলো ডুয়ার্সের রিয়াবাড়ি চা বাগান। সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি চা বাগান খুলে গিয়ে মুখে হাসি ফুটেছিল শ্রমিকদের। তবে অন্য আরও একটি বাগান বন্ধ হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের।

জানা গিয়েছে, বানারহাটের রিয়াবাড়ি চা বাগান ছেড়ে মালিক পক্ষ চলে যাওয়ায় প্রায় ১৫০০ জন শ্রমিক হারালেন কাজ। এদের মধ্যে ৯৫০ জন স্থায়ী শ্রমিক ও ৫৫০ জন অস্থায়ী শ্রমিক ছিলেন। খবর মিলেছে, নিত্যদিনের মতো চা বাগানে কাজে গিয়েছিলেন ওই শ্রমিকরা।

তবে বাইরে থেকে বন্ধ ছিল কারখানার গেট। খবর দ্রুত চাউর হয়ে যায় শ্রমিক মহল্লায়। শ্রমিকরা দেখেন চা বাগানের কারখানার গেট বন্ধ।

শাকিলা খাতুন নামে এক চা শ্রমিক বলেন, "আজও সকালে কাজে এসেছিলাম। তখনই শুনি বাগান মালিক তালা দিয়ে চলে গিয়েছে। তবে নোটিশও লাগায়নি এখনও। এখানকার চা বাগানের নেতারা এসেছেন। দেখি কী করা যায়।"

তৃণমূল চা শ্রমিক সংগঠনের নেতা কুমার বিশ্বকর্মা বলেন, "আমাদের কাজের সময় বাড়ানোর জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ অনেক দিন ধরেই চাপ দিচ্ছিল। রাত্রি ১টা অবধি কাজ করার কথা বলছিল। তার বদলে অতিরিক্ত মজুরিও দেবে না। এখানে বাঘ-ভাল্লুক বাগানে ঘুরে বেড়ায়। নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কে কাজ করবে? তাই আমরা মালিকের কথা শুনিনি। এরপর আজ দেখি কোনও নোটিশ না দিয়েই কারখানার গেটে তালা মেরে দেওয়া হয়েছে।"

নদিয়ায় সাড়ে ছয় ফুটের লাউ চাষ করে তাক লাগিয়ে দিলেন চাষি

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: সাড়ে ছয় ফুটের লাউ চাষ করে তাক লাগালেন রানাঘাটের শ্যামাপ্রসাদ পল্লীর বাসিন্দা দীপক স্বর্ণকার। পেশায় নির্মাণ কর্মী শখে সবুজের টানে উদ্ভিদ প্রেমী দীপক বাবু রানঘাটে আনুলিয়া চার কাটা জমিতে বিভিন্ন চারা গাছের পাশাপাশি লাউ চাষ করেছেন। লখনৌ থেকে শিবানী নামে বিশেষ প্রজাতির লাউয়ের বীজ নিয়ে এসে চাষ করেন দশ ফুটের মাচায় তিনটি লাউ ঝুলছে। তাদের আকার একটি সাড়ে ৬ ফুট দ্বিতীয় টি পাছুর আট ইঞ্চি তৃতীয়টি সাড়ে পাঁচ ফুট।দীপক বাবু নতুন ধরনে ফসল নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছেন। প্রায় তিন আগে এক প্রজাতির লাউ চাষে করে লাউ গাছে মাত্র তিনটে লাউ হয়েছে। তার মধ্যে এক লাউ দেখতে ভিড় জমিয়েছেন বিভিন্ন গ্রাম বাসিন্দারা।

চার কাটা জমিতে বছরে বিভিন্ন ধরনের চাষ করে থাকেন দীপক।

এলাকার মানুষ জন লাউ দেখতে লাউয়ের নাম দিয়েছের সাপ লাউ। লাউয়ের সঙ্গে নিজের মোবাইলে ফোনে ক্যামেরা বন্দি করছেন। লাউয়ের স্বাদ কেমন হবে তা জানতে এখানে কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে বলে জানিয়েছেন দীপক বাবু। এই প্রথম নরেন্দ্র শিবানী লাউ চাষ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। প্রায় তিন মাস আগে ৫০ টাকার লাউয়ের বীজ কিনে চাষের জমিতে বীজ রোপণ করে সেই গাছ থেকে প্রায় সারে ছয় ফুট লম্বা লাউ হয়েছে। দীপক বাবু জানান,একটি গাছে প্রায় ৪০টি বেশি ছয় লম্বা লাউ ধরছে এবং সেই লাউ দেখাতে ভির জমিতে দেখতে।

অজানা রোগে শুকিয়ে যাচ্ছে বিঘের পর বিঘে ধান, চিন্তায় মাথায় হাত কৃষকদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পাকাধানে পোকার আক্রমন নাকি রোগ কিছুই বুঝতে পারছেন না কৃষকরা । এদিকে প্রতিদিন বিঘের পর বিঘে ধানজমির ধান শুকিয়ে পরিনত হচ্ছে আখড়ায় । বড় চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের লায়েকবাঁধের বড় অংকের কৃষকদের । এত বড় ক্ষতির পরে এখন ঋন ধার ও মহাজনদের টাকা পরিযোধ করবেন কিভাবে তা ভেবে পারছেন না কৃষকরা । এই পরিস্থিতিতে সরকারী সহযোগিতার দাবি তুলেছেন ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা । গ্রামের প্রায় ৪০০০ একর ধান জমির মধ্যে ৮০ শতাংশ ধান জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে দাবি করেছেন এলাকার কৃষকরা । ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের দাবি , ধান কাটার সময় ধানের জমির ধান শুকিয়ে ধান পরিণত হচ্ছে আখড়ায়। ধান গাছও ঝলসে শুকিয়ে যাচ্ছে নিমেশে। পোকার

আক্রমন না রোগ তা পরিষ্কার নয় কৃষকদের কাছে । তবে এমন সমস্যা আগে কখনও সম্মুখীন হয়নি কৃষকরা । হটাত করে এই সমস্যায় ধানের ক্ষতিতে এখন বড় বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা । শুধু লায়েকবাঁধ এলাকা নয় আশেপাশের গ্রাম অর্জুনপুর , কাউবাসা এলাকার একটা অংশের কৃষকরাও একই সমস্যায় জর্জরিত । ঋন ধার করে ধান চাষ করে সোনার ফসলের এই ক্ষতিতে এখন রাতের ঘুম ছুটেছে এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের । এখন কিভাবে ঋণ শোধ করবেন কিভাবেই বা শীতকালের চাষ শুরু করবেন তা নিয়ে এখন মাথায় হাত কৃষকদের । কৃষকদের দাবি খবর পেয়ে এলাকা পরিদর্শনে যায় কৃষি দফতর তাদের কাছেও পরিষ্কার নয় ধান জমিতে এই ক্ষতি পোকার কারনে না রোগের কারনে । এদিকে পাকা ধানে বড় ক্ষতির মুখে পড়ে আতংকিত এলাকার কৃষকরা । এখন সরকারী সুযোগ সুবিধার আশায় বসে ক্ষতিগ্রস্থ চাষীরা । এই বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি জেলা কৃষি দফতরের তরফে।

কৃষি দফতর সূত্রে প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে বাদামী শোষক পোকার আক্রমনে ধানের এই ক্ষতি হয়েছে । কৃষি দফতর পুরো বিষয় খতিয়ে দেখছে এবং বীমার টাকা ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা যাতে দ্রুত পেয়ে যান সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানালেন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ।

তমলুকে জেলা বইমেলার উদ্বোধনে মন্ত্রীরা, কিন্তু দেখা নেই বইপ্রেমীদের

আনোয়ার হোসেন ● তমলুক

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবল ময়দানে ১৯ তম জেলা বইমেলার শুভ সূচনা হয় বৃহস্পতিবার।সেই বইমেলার শুভ উদ্বোধন করতে আসে রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী।এই বইমেলার থিম 'ভাষা শিখব বই লিখব'।পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বইমেলা চলবে আগামী ৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত।রোজ দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে রাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণ খোলা থাকবে।১৯তম জেলা বইমেলায় মোট ৭৪ টি বইয়ের স্টল রয়েছে।"উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে রাজ্যের তিন মন্ত্রী,পুরসভার চেয়ারম্যান একাধিক কাউন্সিল থাকলেও বই প্রমী মানুষের দেখা নেই।১৯তম বইমেলার উদ্বোধনে হাতে গোনা কয়েকজনের উপস্থিতি লক্ষ্যে করা যায়।মঞ্চে অতিথি আসন পরিপূর্ণ থাকলেও দেখা নেই সাধারণ মানুষের এই দৃশ্য দেখে বেজায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। বইমেলায় বই বিক্রি বাড়ুক জেলা বইমেলায় এইটাই চাইছেন রাজ্যের মন্ত্রীরা।

মঞ্চে অতিথি আসন পরিপূর্ণ। অথচ দর্শকাসনে দেখা নেই মানুষের! যা দেখে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার

ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী।মন্ত্রী বলেন, "উদ্বোধনী কেন এমন হল সেটা দেখতে হবে!"এবারে এইমেলা ১৯ বছরে পা দেয়।

সিদ্দিকুল্লাহর সুরে গলা মিলিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের আরও দুই মন্ত্রীকেও। কারামন্ত্রী অখিল গিরি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জেলায় জেলায় বইমেলা হচ্ছে যাতে বেশি সংখ্যক মানুষ আসেন,বই কেনেন এবং বই পড়েন।কিন্তু সেটা না হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।" মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরীও বলেন,"এমনটা ঠিক নয়,বইমেলায় মানুষের অনুপস্থিতি উদ্বেগজনক।মন্ত্রী গণের এমন বক্তব্যে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়তে দেখা যায় উদ্যোক্তাদের।তখনও মঞ্চে অতিথি আসন পরিপূর্ণ থাকলেও দর্শকাসনে দেখা নেই মানুষের।যা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তবে উদ্যোক্তারা জানায় বৃহস্পতিবার কাজের দিন থাকায় হয়তো বহু মানুষ আসতে পারেননি।বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শাসকদলকে কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবিরও,বিজেপির স্থানীয় নেতা প্রদীপ দাস বলেন, "একাধিক দুর্নীতিতে এই সরকার জড়িত।মন্ত্রীরা জেলে।তাই মানুষ সরকারি অনুষ্ঠানের প্রতি মানুষ আগ্রহ হারাচ্ছে।"উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী,জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী,রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি,মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী,অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) শৌভিক চট্টোপাধ্যায়,তমলুক পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়-সহ অন্যান্যরা।শুরুর দিকে কিছুটা খালি থাকলেও ধীরে ধীরে বইপ্রেমীদের ভিড় বাড়বে বলেই আশাবাদী আয়োজক সংস্থা।

হাসপাতালে নেই ডাক্তার, পশুদের চিকিৎসা করছেন গ্রুপ ডি কর্মীরা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: গ্রামেগঞ্জে কিংবা মফস্বলে গৃহপালিত পশু অনেকের বাড়িতেই রয়েছে।কারও বাড়িতে রয়েছে গরু,ছাগল,ভেড়া। কেউবা পোষেন কুকুর, বিড়াল,খরগোশ ইত্যাদি। এদের শরীর খারাপ বা রোগ হলে দরকার পশু চিকিৎসকের।এক সময় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল।নিয়মিত পশু চিকিৎসক বসতেন। যেখানে সাধারণ মানুষ তাদের পোষ্যদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাতে পারতেন।ডাক্তার বাবুদের অবসর হওয়ার পর নতুন করে আর ডাক্তার নিয়োগ হয়নি।তবে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের পশু হাসপাতালের চিত্রটা একটু অন্যরকম। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার এটি একমাত্র পশু হাসপাতাল। তবে পোষ্যের মালিকদের অভিযোগ,হাসপাতাল থাকলেও এখানে নেই চিকিৎসক।হাসপাতাল

নিয়মিত খুলে না। প্রাণী বন্ধু, গ্রুপ ডি ও কম্পাউন্ডার এর তত্ত্বাবধানেই চিকিৎসা চলছে পোষ্যদের।

প্রাণের থেকে প্রিয় সেই সমস্ত অবলা জীবকে যারা লালন পালন করেন,সেই সমস্ত জীব অসুস্থ বোধ করলে তারা নিয়ে যান ওই পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে।কিন্তু ডাক্তারের অভাবে সেই সমস্ত অবলা পশুরা ঠিকমতো চিকিৎসা পায়না।

এক পোষ্য মালিক সফিকুল আলম বলেন,'হাসপাতালে কোনো সরকারি চিকিৎসক নেই।পশু চিকিৎসা করাতে নিয়ে আসলে ঘুরে যেতে হয়।নিয়মিত হাসপাতাল খোলে না।ওষুধ পাওয়া যায় না।বাইরে টাকা খরচ করে পশুর চিকিৎসা করাতে হয়।ভেটেরিনারি এক সার্ভে ফিল্ড অফিসার কালাচাঁদ কর্মকার বলেন,'আমি এখানকার স্থানীয় হওয়ার জন্য নিজেই এসে হাসপাতাল খুলতে হয়।চিকিৎসক নেই তাই তার কিছু করার নেই।

বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে হল রথীন্দ্র স্মারক বক্তৃতা

নিজস্বন প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'রথীন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা ' অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার, বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে। উনবিংশতিতম স্মারক বক্তৃতা প্রদান করলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর চেয়ার প্রফেসর অধ্যাপক হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের স্মৃতি বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা: ব্যক্তিগত বনাম নৈর্ব্যক্তিক'। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মানবেন্দ্রনাথ সাহার স্বাগত ভাষণের পর আলোচনা শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী। অধ্যাপক মানবেন্দ্রনাথ বলেন,"গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র একজন সংগঠক ছিলেন না, ছিলেন একজন সাহসী মানুষ। যিনি তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এক চিরভাস্বর প্রতিভা।" অধ্যাপক হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে জানান, কীভাবে ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতার রসাস্বাদন করতে হয়। বক্তা জীবনানন্দ পরবর্তী আধুনিক কবিতার এক স্বতন্ত্র গতিপ্রকৃতি বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিভাগের অধ্যাপক সুদীপ বসু।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্ব এইডস দিবসে রক্তদান

সুরজীৎ আদক ● কুলগাছিয়া

আপনজন: শুক্রবার বিশ্ব এডইস দিবস উপলক্ষ্যে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের চণ্ডীপুর-মানিকপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।রক্তদান শিবিরে ৪৩জন স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা রক্তদান করেন।শিবিরে সকলের সাথে রক্তদান করেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা.অর্পিতা রায়।তিনি জানান আজকের এই বিশেষ দিনে রক্তদান শিবিরের মাধ্যম দিয়েই আমরা বিশ্ব এডইস দিবস পালন করলাম।এবং পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সকল রক্তদাতাদের হাতে একটি করে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।চণ্ডীপুর-মানিকপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যগে রক্তদান শিবিরের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক।

বিশ্ব এইডস দিবসে সেমিনার

জয়দেব বেরা ● পূর্ব মেদিনীপুর

আপনজন: শুক্রবার বিশ্ব এইডস দিবস হল একটি আন্তর্জাতিক দিবস। ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতি বছর ১লা ডিসেম্বর এই দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এইডস দূরীকরণের জন্যএই দিনে পালন করা হয়ে থাকে। তার ব্যতিক্রম হয়নি পূর্ব মেদিনীপুরেও। এইডস দিবস উপলক্ষে সচেতন মূলক ক্যাম্প, পদযাত্রা ও সেমিনারের মাধ্যমে "বিশ্ব এইডস দিবস" পালিত হয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক এর মাতঙ্গিনী গভর্মেন্ট নার্সিং কলেজে(তাম্রলিপ্ত গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল, তমলুক)।

এই নার্সিং কলেজের প্রিন্সিপাল অপর্ণা রায় জানান যে, "আমরা এইভাবে সর্বদা সমাজ ও স্বাস্থ্য সচেতনমূলক দিবস গুলোকে আমাদের কলেজ ক্যাম্পাসে পালন করে থাকি। আজকের দিনটি আমাদের সবার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

এই কলেজের অধ্যাপিকা স্মৃতি পাল জানান যে , "আমাদের কলেজে আমরা সমস্ত ছাত্রীদের ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে এইভাবে নানান স্বাস্থ্য ও সচেতন মূলক দিবস এবং বিভিন্ন ক্যাম্প এর আয়োজন করে থাকি।"

বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হল রামপুরহাটে

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: শুক্রবার রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা পক্ষ থেকে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয় রামপুরহাট শহরে। এইচআইভি এইডস সম্পর্কে মানুষ কে সচেতন করার জন্যে বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়। রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলা

পক্ষ থেকে একটি পদযাত্রা করা হয়। পদযাত্রাটি নবারুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে পুরো শহর পরিক্রমা করে সি এম ও এইচ অফিসে শেষ হয়।

এইচআইভি ভাইরাস একজন থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে পড়তে পারে যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে।

ক্যানিংয়ে জেলা বইমেলা

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ক্যানিং

আপনজন: শুক্রবার শুরু হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা বইমেলা। ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে শুরু হয়েছে এবছরের বইমেলা।

২৯ তম জেলা বইমেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, স্থানীয় তথা ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা, জেলা সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রী, সহ সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি, জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়-সহ জেলার বিধায়ক, কর্মাধ্যক্ষ, প্রশাসন আধিকারিক, পুলিশ আধিকারিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসন ও জেলা গ্রন্থাগার দফতর সূত্রে জানা গেছে, ১ সপ্তাহের মেলা চলবে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ২৯ তম জেলা বইমেলার পতিপাদ্য বিষয় হলো "ভাষা শিখব, বই লিখব।" মেলায় ৬৩ টি স্টল থাকছে। মেলার অনুষ্ঠান সূচিতে থাকছে আলোচনা, কবিতা, গান, নৃত্য প্রভৃতি।

প্রথম নজর

বিজেপি মুক্ত বনগাঁ গড়ার ডাক তৃণমূল এসসি-ওবিসি সেলের

এম মেহেদী সানি ● গাইঘাটা

আপনজন: বিজেপির হাতে থাকা বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রটি পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি শুরু করলো বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল এসসি-ওবিসি সেল। এদিন ঠাকুরনগর দলীয় কার্যালয়ে বিজয়া সম্মিলনীর পাশাপাশি ওই তৃণমূল শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করে।

আগামী লোকসভা ভোটে বনগাঁ কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে পরাজিত করতে দলীয় নেতা কর্মীদের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল এসসি-ওবিসি সেলের সভাপতি পিনাকী বিশ্বাস। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিজেপি বিরোধী আন্দোলন জোরালো করার আওয়াজ তোলেন জেলার চেয়ারম্যান শ্যামল রায়, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, জেলার সহ-সভাপতি মাননীয় নরোত্তম বিশ্বাসরা।

এদিন সবাই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি সহ বিরোধীদের নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয়া ইলা বাগচী। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ব্লক সভাপতি শ্যামল সরকার সহ তৃণমূল এসসি-ওবিসি সেলের ব্লক ও আঞ্চলিক নেতৃত্বরা।

কালিয়াচক কলেজে এইডস সচেতনতা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: কালিয়াচক কলেজে বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত হল সচেতনতা সভা। কলেজের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. নাজিবর রহমান প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কালিয়াচক ডক্টরস ক্লাবের সভাপতি ড. হাজিরুল ইবকার। কালিয়াচক কলেজের এম এস এস বা ন্যাশনাল সার্ভিস ইস্কিম ইউনিট ওয়ান এবং ইউনিট ২ এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার ডক্টর সম্রিতা পান্ডা এবং মুন্সিপালী রিজভী। সহযোগিতা করেন ডক্টর সুব্রত কুমার দাস ও মিস্টার গজন বারুই।

সভাপতির ভাষণে ড. নাজিবর রহমান উল্লেখ করেন পৃথিবীতে প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ লোক এইডস এ মারা গেছে এবং ৩৯ মিলিয়ন লোক আক্রান্ত হয়ে আছে এই মারণ ব্যাধির কোন ওষুধ বার হয়নি। একমাত্র সাবধানতা এর থেকে বেঁচে থাকার উপায়। ড. হাজিরুল ইফতার বলেন নিরাপদ যৌন সম্পর্ক, একই নিডলে ইনজেকশন নেওয়া, একই ব্লেডে দাড়ি কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে।

বিশ্ব এইডস দিবসে বীরভূম জুড়ে অনুষ্ঠান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ১ লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস।দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি বেসরকারি ভাবে নানান সংগঠনের উদ্যোগে দিনটি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয়।অনুরূপ সিউড়ি সদর হাসপাতালের সমস্ত নার্স ও ট্রেনিংরত নার্সদের নিয়ে এইডস বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড,ব্যানার ইত্যাদি সহযোগে পদযাত্রা বের হয়।

শ্লোগান থেকে আওয়াজ ওঠে-"এইচ আই ভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে বৈষম্য,একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আপনার অজ্ঞতা কোনও অজুহাত হতে পারে না। কমিউনিটি এগিয়ে আসুক।পাশে থাকুক"।

এরপর সিউড়ি সদর হাসপাতালের বহিঃ বিভাগের সম্মুখে সাধারণ মানুষদের উপস্থিতিতে এইডস থেকে বাঁচতে কি করনীয় বা কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।তাছাড়া কোনো ব্যক্তির এইডস হয়ে গেলে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোকপাত করেন।পরবর্তীতে নার্সিং ইনস্টিটিউটের কমিউনিটি হলে ট্রেনিংরত নার্স সহ সিউড়ি সদর হাসপাতালে কর্মরত নার্স ও অন্যান্য স্টাফদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এইডসের সমস্ত দিক নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করেন সিউড়ি সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডাক্তার বারিক ও হাসপাতাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তার নিরঞ্জন মন্ডল। এছাড়াও উক্ত শিবিরে আইনি সমন্ধে আলোচনা করেন জেলা আইনি পরিষেবা কতৃপক্ষের সচিব ও জজ সুপর্না রায় এবং পার্শ্ব আইনি সহায়ক মহম্মদ রফিক।উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের নার্সেস প্রিন্সিপাল শিপ্রা মোদক ও জয়শ্রী সাহানা সাহু ।

বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সহ নানা দাবিতে সভা অরঙ্গাবাদে

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সহ নানাবিধ ইস্যুতে এবার মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমা কংগ্রেসের ডাকে বিড়ি শ্রমিক সভা অনুষ্ঠিত সুতির অরঙ্গাবাদে। বিড়ি শ্রমিক সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী, জঙ্গিপুর মহকুমা কংগ্রেস সভাপতি হাসানুজ্জামান বাপ্পা, সুতি-১ ব্লক সভাপতি তারিকুল ইসলাম আজাদ, সুতি-২ কংগ্রেস ব্লক সভাপতি মতিউর রহমান, কংগ্রেস নেতা আলফাজুদ্দিন বিশ্বাস, আয়েশা জুলেখা, মইদুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিন অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি হাসপাতাল মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের তারাপুর ও সুতির নিমতিতায় থাকলেও কোন রকম পরিষেবা পাচ্ছেনা বিড়ি শ্রমিকরা, বিড়ি শ্রমিকদের হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি বিড়ি শ্রমিকদের সব রকমের পরিষেবা প্রদানের জন্য আমি দিল্লি গিয়ে কেন্দ্র সরকারের মন্ত্রীর সাথে কথা বলবো। দুই হাসপাতাল চালু করার চেষ্টা করবো। শুক্রবার সন্ধায় মুর্শিদাবাদের সুতির অরঙ্গাবাদে বিড়ি শ্রমিক সভায় যোগ দিয়ে এমনি কথা বললেন কংগ্রেসের সাংসদিয় দলনেতা অধীর চৌধুরী। অধীর চৌধুরী বলেন, জঙ্গিপুর মহকুমা এলাকার বিড়ি শ্রমিকদের কে বঞ্চনা করা হচ্ছে দিনের পর দিন। বিড়ি কোম্পানির মালিক'রা বিড়ি শ্রমিকদের চুষে খাচ্ছে। বিড়ি মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে কংগ্রেসের লড়াই জারি থাকবে। এদিন কেন্দ্রীয় শ্রম দফতরের বিরুদ্ধে এক রাস ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন আমি দুই হাসপাতাল নব রুপে চালু করার জন্য আমার লড়াই জারি থাকবে আমি চাই বিড়ি শ্রমিকরা কেন্দ্রীয় সরকারের সব রকমের পরিষেবা যাতে পাই তার জন্য আমার লড়াই জারি থাকবে। পাশাপাশি এদিন অধীর চৌধুরী বলেন জঙ্গিপুর মহকুমার বিড়ি শ্রমিকদের বিভিন্ন রকমের দাবী ও বিভিন্ন কথা শোনার জন্য তিন দিনের পদযাত্রা ডিসেম্বর ২২ - ২৪ রঘুনাথগঞ্জ থেকে ফরাক্কার বিড়ি মহল্লায় পদযাত্রা হাটবেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এদিন এই সভায় মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সংগঠন কে মজবুত করার লক্ষে জঙ্গিপুর মহকুমা কংগ্রেসের সাধরন সম্পাদক করা হলো সুতির জননেতা, প্রাক্তন জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাদক্ষ মইদুল ইসলাম কে। শুক্রবার সুতির অরঙ্গাবাদে বিড়ি শ্রমিক সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী ও জঙ্গিপুর মহকুমা সভাপতি হাসানুজ্জামান বাপ্পা মইদুল ইসলামের হাতে সাধারন সম্পাদকের নিয়োগ পত্র তুলে দেন।

বিধানসভায় বিক্ষোভে অধ্যক্ষর অনুমতি চাই

আপনজন ডেস্ক: বিগত তিনদিন ধরে বিধানসভায় যে পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে তার জেরে বিধানসভায় আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি হতে পারত। তার জেরে বিধানসভার গরিমা রক্ষা করার জন্য এবার থেকে বিধানসভায় কোন বিক্ষোভ বা আলোচনা করতে হলে অধ্যক্ষকে আগাম জানাতে হবে।বিধানসভার বাইরে এবং ভেতরে এই রকম কর্মসূচী অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া করা যাবে না বলে শুক্রবার অধিবেশন কক্ষে জানান অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার অধ্যক্ষ আরো জানান এখন থেকে বিধানসভার নির্দিষ্ট সময়সূচী শেষ হলে কোন বিধায়ক যাতে বিধানসভার ভিতরে না থাকে সেই নির্দেশে জারি করা হয়েছে। শুধু তাই নয় বিধানসভায় বাইরে এবং যেকোনো জায়গায় যাবতীয় অবস্থান বিক্ষোভ ও বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন যদি কোন বিক্ষোভ বা অবস্থানে বসতে হয় আগাম অধ্যক্ষের কাছে অনুমতি নিতে হবে লিখিত আবেদন জানিয়ে। বিধানসভার অধ্যক্ষ স্পষ্ট জানান বিরোধীরা বুধ ও বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখানোর সময় যে ধরনের অঙ্গভঙ্গি এবং প্ররোচনামূলক ঘটনা ঘটেছিল তাতে বিধানসভার ভিতরে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হতো বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ স্পষ্ট জানিয়েছেন শাসক দলের বিধায়করা যে বিক্ষোভ অবস্থানে বসেছিল তার জন্য তারা আগাম অনুমতি নিয়েছিল কিন্তু বিরোধী দলের বিধায়করা অনুমতি না নিয়ে চলাচলের পথে সিঁড়িতে বসে যে বিক্ষোভ এবং যে ঘটনা ঘটিয়েছিল তা অনুভূতি।

তৃণমূল নেতার ভাইপোর হাতে খুন কাকা, চাঞ্চল্য

নাজিম আক্তার ● রতুয়া

আপনজন: জমি নিয়ে বিবাদ কে কেন্দ্র করে তৃণমূল নেতার ভাইপোর হাতে খুন হতে হল কাকাকে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে ভাইপো তথা রতুয়া মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য শ্যাম বিহারী যাদব ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে শুক্রবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজিতপুর বস্কুটোলায়। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নিহতের পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রতুয়া থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেকদিন ধরেই দেড় বিঘা জমি নিয়ে কাকা ও ভাইপোর মধ্যে বিবাদ চলছিল।বৃহস্পতিবার রাতে গোয়াল ঘরে মোষ রাখতে যাচ্ছিল কাকা দেবনারায়ণ যাদব। সেই সময় ভাইপো শ্যাম বিহারী যাদব অতর্কিতে হামলা চালায়। অভিযোগ,কাকা দেবনারায়ণ যাদবকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপানো হয়।এরপর স্থানীয় এবং বাড়ির লোকজনেরা তড়িঘড়ি তাকে জখম অবস্থায় রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পলাতক।এই বিষয়ে রতুয়া-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অজয় সিনহা বলেন, 'এটা রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয়। জমি জায়গা নিয়ে গণ্ডগোল ছিল।'

ধারালো অস্ত্রে কুপিয়ে খুন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সামান্য বিবাদ থেকে রক্তারক্তি কান্ড। এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুলে অভিযোগ। খুনের অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য ও তার দলবল এর বিরুদ্ধে। মালদার রতুয়ার বাজিতপুর বদনটোলা এলাকার ঘটনা। কি কারণে খুন খতিয়ে দেখছে রতুয়া থানার পুলিশ। গতকাল রাতে বাড়ির ভেতরে মোষ ঢোকা নিয়ে বিবাদ বাঁধে দুই প্রতিবেশীর। বছর ৫৩ র দেব নারায়ণ যাদবের সাথে প্রতিবেশী মহানন্দা টোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য স্যাম বিহারী যাদবের। অভিযোগ সেই সময় দেবনারায়ণ যাদব কে হাসুয়া দিয়ে কোপানো হয়। গুরুতর যখন অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। এই ঘটনাই রতুয়া থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এর পেছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে রতুয়া থানার পুলিশ।

অবশেষে হচ্ছে পৌষমেলা

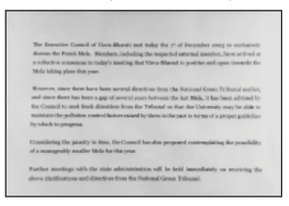

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহিত পৌষ মেলা দীর্ঘ তিন বছর পর ফিরল পূর্বপল্লী মাঠে। শুক্রবার কর্ম সমিতি বৈঠকের পর জানা যায় মেলা হবে। তবে আগের মত খুব বড় হবে না কারণ পরিবেশ আদালতে দূষণ বিধি মেনে ছোট আকারে অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যবাহিত শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলা। ২০১৯ সালে শেষ বারে মতো মেলা হয়েছিল পূর্বপল্লীর মাঠে। করোনার জন্য বন্ধ ছিল ২০২০ সালে মেলা তারপর প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী পৌষ মেলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ বছরই বিশ্বভারতীতে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিযুক্ত হন সঞ্জয় কুমার মল্লিক। তখনই তিনি পৌষ মেলা করার জন্য আশ্বাস দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। পৌষ মেলা করার জন্য বোলপুর ব্যবসায়ী সমিতি, বোলপুর হস্তশিল্প সমিতি, বাংলা সংস্কৃত মঞ্চ ও বিশ্বভারতী ছাত্র-ছাত্রী আশ্রমী সকলে উপাচার্যের কাছে মেলার জন্য আবেদন জানান।

১২ বছর পর পাট্টার জমি ফেরত পরিবারকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের, লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীনগর এলাকার বাসিন্দা শাহজাহান গায়েন ঠিক লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্মুখে একটি সরকারি ক্যানেল পাড়ের জাগায় বসবাস, কিছুদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে শাহজাহানের। বর্তমানে শাজাহান এর স্ত্রী বেলা বিবির ও তার দুই সন্তানের অভিযোগ কয়েক বছর আগে সরকারিভাবে ৫ শতক কৃষিজমি পাট্টা পেয়েছে, সেই জায়গার রেকর্ড পর্যন্ত করে নিয়েছে সাজাহানের পরিবার আর সেই কৃষি জমি সাজাহানের পরিবারকে না দিয়ে জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা আনোয়ার মল্লিক।শুধু তাই নয় কয়েক মাস আগে সরকারি খাস জায়গায় বাড়ি করতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নিয়েছে এই তৃণমূল নেতা। যেই ঘটনার পর থেকে অসহায় ভাবে দিন কাটাচ্ছে পরিবারের সদস্যরা, ইতিমধ্যে সুবিচার চেয়ে স্থানীয় শাসক দলের নেতা থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি কোন সুরাহা। সকলেই শুধু দিয়েছে আশ্বাস, এমনি দাবি ওই পরিবারের।

জমি দখলের কথা স্বীকার করেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা আনোয়ার মল্লিক,তার দাবি ওরা পাট্টা পেয়েছে সঠিক কথা, কিন্তু পার্টিতে আলোচনা করার পরেই ওদের জমি তুলে দেয়া হবে। এমনকি দেড় লক্ষ টাকা নেয়ার কথাটি অস্বীকার করেন তিনি, তিনি বলেন দেড় লাক্ষ টাকা আমায় দিয়েছিল তার কোন প্রমাণ দেখাতে পারবে না ওরা।

নজরুলের গানের সুর বিকৃতির বিরুদ্ধে সরব হল নজরুল চর্চা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অশোকনগর

আপনজন: 'এ দায় কার? কে বলবেন এ দায় আমার? কে বলবেন এই পরিবর্তনের অনুমতি আমি দিয়েছি।' কাজী নজরুল ইসলামের 'কারারা ওই লৌহ কপাট/কবাট' গানটিতে স্রষ্টার দেওয়া সুর পরিবর্তন করে একটি হিন্দি সিনেমায় যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অশোকনগরের চৌরঙ্গী মোড়ে একটি পথসভায় এই কথাগুলি বলেন নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীন। কাজী নজরুল ইসলামের মূর্তিতে মাল্যদান করে অশোকনগরের চৌরঙ্গী মোড়ে এই প্রতিবাদ সভার সূচনা করেন সংস্থার সম্পাদক শাহজাহান মন্ডল। তিনি এ.আর.রহমান সুরারোপিত গানটিকে সিনেমা থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানান অথবা মূল সুরে গানটিকে নতুন করে রেকর্ডিং করে সিনেমায় যুক্ত করার আহ্বান জানান। 'কারার ওই লৌহ কপাট' উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে পরিবেশন করেন সংস্থার সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা দেবযানী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নজরুল চর্চা কেন্দ্রের সদস্যরা। প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন দীঘড়া হরদয়াল হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রাধানাথ ঘোষ। সংস্থার সভাপতি শেখ কামাল উদ্দীন গানটি রচনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে কবি পরিবারের যাঁরা সিনেমায় গানটিকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন এবং সিনেমায় রিলিজ করার আগে একবার শোনার প্রয়োজন বোধ করেননি তাঁদেরও ধিক্কার জানান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে নজরুল একাডেমী তৈরি করেছেন তাকে আরও সক্রিয় হ'তে অনুরোধ জানান। এই গানটিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে নজরুল সম্পর্কে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে তাকে আরও দৃঢ় করার জন্য একটি নজরুল মঞ্চ গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। প্রতিবাদ সভায় 'অশোকনগর পিপলস্ কালচার' কাজী নজরুল ইসলামের 'শিকল পরা ছল' ও 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' পরিবেশন করেন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক বাকিবিল্লাহ মন্ডল, সাংবাদিক আয়ুব আলি, প্রদীপ মিত্র, অশোককুমার দাশ প্রমুখ।

'শিশুশ্রী' পুরস্কার পেলেন সাংবাদিক মুহাম্মদ আসিফ

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের শিশু সুরক্ষা কমিশন এ বছর শিশু সুরক্ষা বিশেষ সাংবাদিকতার জন্য 'শিশুশ্রী' পুরস্কারে ভূষিত করল ইংরেজি দৈনিক দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার পূর্ব বর্ধমান জেলার সাংবাদিক মুহাম্মদ আসিফকে। এই নিয়ে তিনি দুবছর এই সম্মানে পেলেন। কলকাতার মোহরকুঞ্জে বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে এই শিশুশ্রী পুরস্কার ২০২৩ সম্মান দেওয়া হয়। এদিন অন্যান্য সম্মান প্রাপকদের মধ্যে ছিল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে লাল গেঞ্জি উঁচিয়ে ট্রেন থামিয়ে শত যাত্রীর প্রাণ রক্ষা করা মুরসালিমকেও শিশুশ্রী পুরস্কার দেওয়া হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বিশ্ব এডস দিবস উপলক্ষে বর্ধমান কোর্ট চত্বর থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় ।শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থাপনা ।এদিনের এই বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় পা মেলান শহরের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাদের হাতে ছিল বিভিন্ন পোষ্টার ব্যানার ।

জেলা স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক জয়রাম হেমরম জানান আজকের দিনে বিশ্ব এডস দিবস সারা পৃথিবীতে পালন করা হচ্ছে । বিশেষ করে আমরা এই পদযাত্রার মধ্য দিয়ে বেশি করে মানুষজনকে সচেতন করতে পারি তার জন্য এই পদযাত্রার আয়োজন বলে জানান পূর্ব বর্ধমানের সি এম ও এইচ জয়রাম হেমব্রম ।

মাথা ফাটল তৃণমূল নেতার

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসি ১ নং ব্লকের মানকরে তৃণমূলের অঞ্চল সহ সভাপতির মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ পঞ্চায়েতেরই প্রধানের স্বামী ও উপপ্রধান বিরুদ্ধে। ঘটনার পরই বুদবুদ থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন অঞ্চল সহসভাপতির স্ত্রী তথা পঞ্চায়েত সদস্যা মিলু মালিক মন্ডল। তবে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী রাজু লাহা। অভিযোগে মিলু জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সন্ধা সাতটা নাগাদ তার স্বামী সরূপ মন্ডল মানকর কলেজ রোডে নিজের দোকানে বসেছিলেন। ওই সময় পঞ্চায়েত প্রধান ডালিয়া লাহার স্বামী রাজু লাহা, উপপ্রধান তন্ময় ঘোষ, মানি মুখার্জী ও বল্টু মেটে ছাড়াও কয়েকজন মিলে তার স্বামীর উপর চড়াও হয়। রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনার জেরে তার স্বামীর মাথা ফেটে যায়। তাছাড়াও তাদের দোকানে ভাংচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে বুদবুদ থানার পুলিশ পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। আহতকে উদ্ধার করে প্রথমে মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে ও পরে তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর হয়।

ডাম্পারের চাকা ফেটে মৃত্যু

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: কান্দি থানার অন্তর্গত হাটপাড়া গ্রামে ডাম্ফারের চাকা ফেটে নিহত হয়ছে একজন এবং আহত একজন । এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসছে হাটপাড়া গ্রামে। জানা গেছে গতকাল শনিবার বিকেল নাগাদ একটি ডাম্পার একটি চাকার টায়ার বাস্ট হয়ে প্রচন্ড আঘাতে মৃত্যু হয় কান্দির হাটপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আতকুল সেখ নামে ২৪ বছরের যুবকের। গ্রামবাসি জানান একটি ১০ চাকা ডাম্ফার গাড়ি বহরমপুর থেকে কান্দি দিকে যাওয়ার সময় কান্দি হাটপাড়ার রাজধানী গ্রামে টায়ার বাস্ট হয়ে বাইকে থাকা আতিকুল সেখ গুরুতর আঘাত লাগে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে স্থানীয়রা উদ্ধার করে কান্দি হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে জানান।

ক্রমতালিকায় আর্জেন্টিনাই শীর্ষে, দুই ধাপ নীচে নামল ব্রাজিল

আপনজন ডেস্ক: ছুটে চলেছে আর্জেন্টিনা। বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ওয়ার্ল্ডকাপের পরও ধরে রেখেছে ধারাবাহিক ছন্দ। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করা আলবিসেলেস্তেরা ধরে রেখেছে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানও। কোয়ালিফায়ারে ধুঁকতে থাকা ব্রাজিলের অবনমন হয়েছে দুই ধাপ। ২০২৬ ফিফা ওয়ার্ল্ডকাপের লাতিন আমেরিকার বাছাইয়ে ৬ ম্যাচ খেলে ৫টি জিতেছে আর্জেন্টিনা। হার একটি। দাপুটে পারফরম্যান্সে বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশিত ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের নতুন হালনাগাদে ১৮৫৫.২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখে লিওনেল মেসিরা। লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ৬ ম্যাচ খেলে ২ জয়ের বিপরীতে ৩ ম্যাচ হেরেছে ব্রাজিল। এতে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় থেকে পঞ্চম স্থানে নেমে এসেছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। সেলেসাওদের পয়েন্ট ১৭৮৪.০৯। পূর্বের চেয়ে কমেছে ২৮.১১ পয়েন্ট।
দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছে ২০২২ বিশ্বকাপের রানার্সআপ দল ফ্রান্স। ১৮৪৫.৪৪ পয়েন্ট ২০১৮ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়নদের। এক ধাপ করে এগিয়ে পরের দুটি স্থানে আছে ইংল্যান্ড ও বেলজিয়াম। উন্নতি হয়েছে নেদারল্যান্ডসেরও। এক ধাপ এগিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছে ডাচ্রা। তাদেরকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সাত নম্বরে নেমে গেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল। শীর্ষ দশের পরের তিনটি স্থানে নেই কোনো পরিবর্তন। অষ্টম স্থান ধরে রেখেছে স্পেন। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালি রয়েছে নবম স্থানে। আর ২০১৮ বিশ্বকাপের রানার্সআপ ক্রোয়েশিয়া রয়েছে দশম স্থানে। ফিফার র‍্যাঙ্কিংয়ের নতুন হালনাগাদে স্থান পরিবর্তন হয়নি বাংলাদেশেরও। ১৮৩তম স্থানটি ধরে রেখেছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। ৪.১৫ পয়েন্ট বেড়ে জামাল ভূঁইয়াদের পয়েন্ট এখন ৯১৬.৭৫। অক্টোবরের আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতিতে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ। এশিয়া অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে ৭-০ গোলে ধরাশায়ী হওয়ার পর নিজেদের আঙিনায় লেবাননের সঙ্গে ১-১ ড্র করে তারা।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের স্টেডিয়ামে বিদ্যুৎ নেই, বিল বকেয়া ৪ কোটি টাকা

আপনজন ডেস্ক: আজ রাতে রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং স্টেডিয়ামে সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচ শুরুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগপর্যন্ত স্টেডিয়ামের একটি অংশে বিদ্যুৎ নেই। ভারতের এনডিটিভি জানিয়েছে, ২০০৯ সালের পর থেকে এই স্টেডিয়ামের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হয়নি। স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের বিদ্যুৎ বিল জমেছে ৩ কোটি ১৬ লাখ ভারতীয় টাকা, যা ভারতীয় মুদ্রায় ৪ কোটি ১৮ লাখ টাকার বেশি। ছত্তিশগড় রাজ্যের শহীদ বীর নারায়ণ সিং স্টেডিয়াম চালু হয় ২০০৮ সালে। গত ১৫ বছরে মাত্র একটিই আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে এখানে, সেটি এ বছরের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে। এনডিটিভি জানিয়েছে, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় পাঁচ বছর আগেই স্টেডিয়ামের বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
রাতের ম্যাচ আয়োজন করতে জেনারেটর ব্যবহার করা হয়। আজ ভারত-অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতেও ফ্লাডলাইটের জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা করেছে ছত্তিশগড় স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। এ ছাড়া দর্শক গ্যালারি ও বক্সের জন্য সাময়িকভাবে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২০১৮ সালে একটি হাফ-ম্যারাথনের সময় অ্যাথলেটরা বিদ্যুতের জন্য হইচই করলে স্টেডিয়ামের সংযোগ বিচ্ছিন্নের ব্যাপারটি সামনে আসে। চালুর পরের বছর থেকে বিদ্যুৎ বিল না দেওয়ায় তত দিনেই তিন কোটির বেশি টাকা বকেয়া পড়ে।
স্টেডিয়ামটির নির্মাণ শেষে এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়েছিল গণপূর্ত বিভাগকে।
অন্যান্য ব্যয়ের দায়িত্ব পালন করার কথা ক্রীড়া বিভাগের।
বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের জন্য দুই পক্ষ একে অপরকে দোষারোপ করে আসছে।
সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ কোম্পানি থেকে গণপূর্ত ও ক্রীড়া বিভাগকে বকেয়া পরিশোধে একাধিক নোটিশ দিলেও কেউ সাড়া দেয়নি।

জয় থেকে ৩ উইকেট দূরে বাংলাদেশ

আপনজন ডেস্ক: তাইজুল-মিরাজরা জোরালো আবেদন করছেন। কখনো বল খুঁজে নিচ্ছে নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যানদের প্যাড, না হয় ব্যাট-প্যাড, শর্ট লেগ না হয় সিলিতে থাকা ফিল্ডার লাফিয়ে ক্যাচ লুফে নিচ্ছেন। আম্পায়ার আঙুল তুলছেন। দেখতে দেখতে স্কোরবোর্ডে উইকেট-সংখ্যা ১, ২, ৩ থেকে ৭-এ এসে ঠেকেছে। বাংলাদেশও প্রতিটি উইকেটের সঙ্গে একটু একটু করে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণের ঘোর তৈরি হচ্ছিল, নিউজিল্যান্ডকে টেস্টে হারানোর স্বপ্ন। গত বছরের জানুয়ারিতে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে এই কিউইদেরই টেস্টে হারানোর রোমাঞ্চের বাতাস বইতে শুরু করেছে চা-বাগানে ঘেরা সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। একবার তো কিউইদের নিজেদের আঙিনায় হারানো হলো। এবার ঘরের মাঠে হারানোর পালা। যেখানে ২০১৬ সালে ইংল্যান্ড ও ২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পর বড় দলের বিপক্ষে কোনো জয় পায়নি বাংলাদেশ। এবার স্মরণীয় টেস্টের অধ্যায়ে ২০২৩ সালের সিলেট টেস্টটাও জায়গা করে নেওয়ার পালা। চতুর্থ ইনিংসে ৩৩২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে নিউজিল্যান্ড দিন শেষ করেছে ৭ উইকেটে ১১৩ রান নিয়ে। জয়ের জন্য আগামীকাল শেষ দিন বাংলাদেশের দরকার ৩ উইকেট, নিউজিল্যান্ডের ২১৯ রান।
লক্ষ্য যখন ৩৩২ রান, টপ অর্ডার থেকে একটা বড় জুটি তো লাগেই। বাংলাদেশ আজ নিউজিল্যান্ডকে সেই জুটি গড়তে দেয়নি। নতুন বল কাজে লাগিয়ে তিন নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যানকে আউট করে চা-বিরতিতে গিয়েছে বাংলাদেশ দল। দ্বিতীয় সেশন শেষে নিউজিল্যান্ডের রান ছিল ৩ উইকেটে ৩৭। প্রথম ওভারেই নিউজিল্যান্ড ওপেনার টম ল্যাথামকে আউট করেন শরীফুল ইসলাম। অফ স্টাম্পের বাইরে পিচ করে হালকা মুভমেন্টে বেরিয়ে যাওয়া বলে ব্যাট ছুঁইয়ে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন বাঁহাতি ওপেনার। কোনো রানই করতে পারেননি ল্যাথাম। পরের উইকেটের জন্য বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয় ৯ ওভার। তাইজুল ইসলাম ইনিংসের দশম ওভারে প্রথম ইনিংসে শতক করা কেইন উইলিয়ামসনকে আউট করেন। দারুণ আর্ম বলে এলবিডব্লিউ করেন অভিজ্ঞ টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানকে। ২৪ বল খেলে ১১ রানে থামে উইলিয়ামসনের ইনিংস। এ নিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে তৃতীয়বার উইলিয়ামসনের বিপক্ষে বল করে তিনবারই তাঁর উইকেট নিলেন তাইজুল। পরের উইকেটটি নেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ইনিংসের ১৩তম ওভারে মিরাজ বল শুরুর আগে মুশফিকুর রহিমের পরামর্শে ডিপ ফাইন লেগে থাকা নাঈম হাসানকে শর্ট ফাইন লেগে আসতে বলেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন। ওভারের চতুর্থ বলে ঠিক সেই জায়গাতেই ক্যাচ দেন হেনরি নিকোলস। ভালো জায়গা থেকে ফ্লাইট দেওয়া বলে সুইপ করতে গিয়ে নিকোলস ধরা পড়েন। তিনি করেন ২ রান। দিনের শেষ সেশনের শুরুতে আরও একবার নিউজিল্যান্ড ব্যাটিংয়ে আঘাত হানেন তাইজুল। মিরাজের সঙ্গে তাইজুলের যুগলবন্দীতে স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে পারছিলেন না ডেভন কনওয়ে। সুইপ, রিভার্স সুইপ খেলে চাপ সরানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত ২৪তম ওভারে তাইজুলের বল মিড-অফের দিকে ব্লক করতে গিয়ে ব্যাটের কানা ছুঁয়ে প্যাডে লেগে যায় শর্ট লেগে থাকা শাহাদাতের হাতে। আউট হওয়ার আগে ৭৬ বলে তিন চারে কনওয়ে করেন ২২ রান। টম ব্লান্ডেলের ইনিংসও বড় হতে দেননি তাইজুল। ২৮তম ওভারে তাইজুলের মিডল স্টাম্প থেকে নিখুঁত টার্ন ও বাড়তি বাউন্সে বেরিয়ে যাওয়া বলটি খেলতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে বসেন ব্লান্ডেল। সামনের পায়ে খেলার বল পেছনের পায়ে খেলতে গিয়ে ব্যাটের বাইরের কানা ছুঁয়ে বল জমা পড়ে নুরুল হাসানের গ্লাভসে। ১৬ বল স্থায়ী ইনিংস থামে ৬ রানে। মাত্র ৬০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে নিউজিল্যান্ড তখন বড় বিপদে। ড্যারেল মিচেল আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে বিপদ কাটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু হতে দেননি আরেক স্পিনার নাঈম হাসান। গ্লেন ফিলিপসকে অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে থেকে টার্ন করে ভেতরে আসা বলে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন নাঈম। আম্পায়ার আউট না দিলেও রিভিউ নিয়ে ফিলিপসকে ড্রেসিংরুমে ফেরায় বাংলাদেশ। জয়ের জন্য বাংলাদেশের তখন দরকার আরও ৪ উইকেট। তাইজুল সংখ্যাটাকে ৩-এ নামিয়ে আনেন ৪৪তম ওভারে। ৯ রান করা কাইল জেমিসনকে আর্ম বলে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন তিনি। ৭ রান করা ইশ সোধিকে নিয়ে দিনের বাকি সময়টা পার করেন মিচেল। ৮৬ বল খেলে মিচেল অপরাজিত ৪৪ রানে। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও এখন পর্যন্ত ৪ উইকেট পেয়েছেন তাইজুল ইসলাম।

বিশ্বকাপ ট্রফিতে পা রাখা বিতর্কে মুখ খুললেন মার্শ

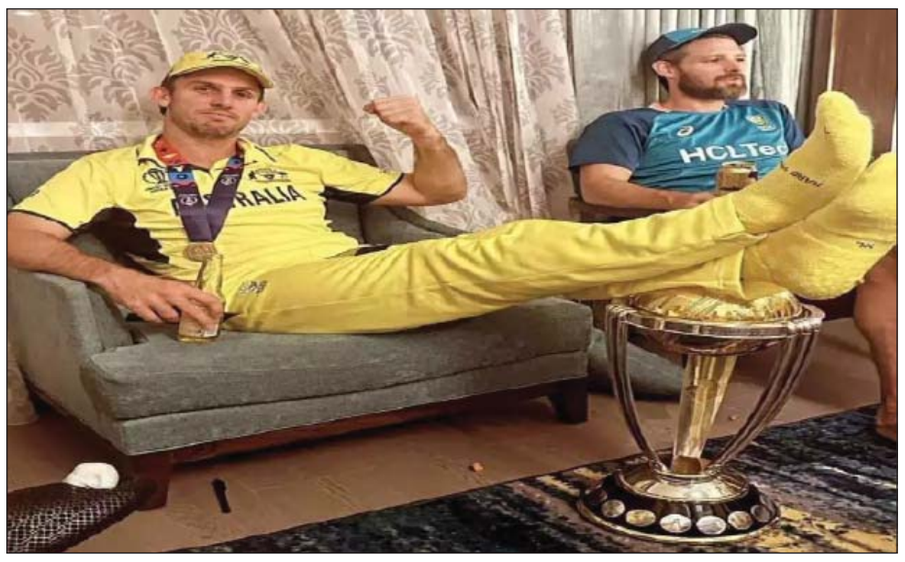

আপনজন ডেস্ক: ছবিটা দেখে আহত হয়েছেন অনেকেই। বিশেষ করে ভারতীয়দের জন্য এটি ছিল কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো। ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ ট্রফি জেতে অস্ট্রেলিয়া। পরদিন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার মিচেল মার্শের এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা হয় ছবিটি—বিশ্বকাপ ট্রফির ওপরে পা দিয়ে বসে আছেন মার্শ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবিটি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন ভারতীয়রা। বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়া মোহাম্মদ শামি মার্শের ছবিটি দেখে কষ্ট পেয়েছেন বলে জানান। ভারতের উত্তর প্রদেশে এক ব্যক্তি মার্শের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও করেন। ঘটনার ১১ দিন পর এ নিয়ে মুখ খুলেছেন মার্শ।
গত মাসে বিশ্বকাপ জয়ের পর অস্ট্রেলিয়ার বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার ভারতে থেকে গেছেন। খেলছেন টি-টোয়েন্টি সিরিজে। যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের অন্যতম মার্শ। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর ট্রফির ওপর পা রাখা ছবির যে সমালোচনা ভারতজুড়ে চলছে, এটি নিয়ে কথা বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার রেডিও নেটওয়ার্ক এসইএনের সঙ্গে।
৩২ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার বলেন, ট্রফিতে পা দেওয়ার ছবি পোস্টের পেছনে কাউকে আঘাত দেওয়ার ভাবনা ছিল না তাঁর, 'এই ছবির মাধ্যমে কাউকে অসম্মান করতে চাইনি আমি। এটা নিয়ে খুব একটা ভাবিওনি। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও খুব একটা ঘাঁটিনি, সবাই বলেছে, এটা নিয়ে মাতামাতি হয়েছে। কিন্তু এখানে তেমন কিছুই নেই।'
এর আগে ভারতীয় পেসার শামি মার্শের ছবিটিকে বিশ্বকাপের জন্য অসম্মানজনক ছিল বলে মন্তব্য করেন। পিউমার এক অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমি কষ্ট পেয়েছি। যে শিরোপার জন্য বিশ্বের সব দল লড়াই করে, যে ট্রফি আপনি মাথার ওপর তুলে ধরেন, সেই ট্রফির ওপর পা রাখা আপনাকে আনন্দ দিতে পারে না।'

বিশ্বকাপের পর থেকে ছুটি কাটাচ্ছেন মোহাম্মদ শামি। এই সুযোগে গিয়েছিলেন তাঁর রাজ্য দল বেঙ্গল সতীর্থদের সঙ্গে দেখা করতে। বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এই ভারতীয় পেসার এখন বড় মাপের তারকা বনে গেলেও সম্পর্কটা যে আগের মতোই আছে, ছবিটা দিয়ে সেটাই জানিয়েছেন, 'কিছুই বদলায়নি, তোমরা এখনো সেরা। শুভকামনা বেঙ্গল দল'

পুলিশকে লক্ষ্য করে মিসাইল, ইউরোপার ম্যাচে লঙ্কাকাণ্ড

আপনজ ডেস্ক: অ্যাস্টন ভিলা-লেগিয়া ওয়ারশর ম্যাচটি শুরু হয়েছে যথাসময়ে। শেষও হয়েছে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই। তবে কাল রাতে ইউরোপা কনফারেন্স লিগের এই ম্যাচ ঘিরে বার্মিংহামের রাস্তায় ঘটে গেছে লঙ্কাকাণ্ড। মাঠে প্রবেশকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন পোলিশ ক্লাবটির সমর্থকেরা। ঘটনায় চার পুলিশসহ অনেকে আহত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৩৯ ব্যক্তিকে আটক করেছে। ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের পুলিশকে উদ্ধৃত করে বিবিসি জানিয়েছে, পুলিশ 'ন্যক্কারজনক ও খুবই বিপজ্জনক' পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। তাদের দিকে 'মিসাইল ও ফ্লেয়ার্স' ছুড়ে মারা হয়। সংঘাতের ঘটনার পর ওয়ারশর কোনো সমর্থককে তাদের দলের খেলা দেখতে মাঠে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। গার্ডিয়ান জানিয়েছে, অক্টোবরে ওয়ারশ নেদারল্যান্ডসের আলকামারের সঙ্গে খেলতে গেলে সেখানে ডাচ পুলিশের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন ওয়ারশর সমর্থকেরা। এর জেরে অ্যাস্টন ভিলা গ্যালারিতে ওয়ারশ সমর্থকদের প্রবেশাধিকার এক হাজার জনে সীমিত করে স্থানীয় ইমারজেন্সি কর্তৃপক্ষ। তবে মাঠে ঢুকতে ভিলা পার্কের বাইরে জড়ো হন প্রায় দুই হাজার ওয়ারশ সমর্থক। এত দর্শকের প্রবেশে ব্যারিয়ার দেওয়া হলে পুলিশের সঙ্গে মারামারিতে জড়ান পোলিশ দলটির সমর্থকেরা। ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশ জানিয়েছে, আহত পুলিশদের একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া পুলিশের দুটি ঘোড়া এবং কুকুরও এ ঘটনায় আহত হয়। এক বিবৃতিতে চিফ ইন্সপেক্টর টিম রবিনসন বলেন, 'ফুটবলের চমৎকার একটি সন্ধ্যা হওয়ার কথা ছিল এটি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখতে হয়েছে। বাইরে থেকে আসা সমর্থকেরা আমাদের কর্মকর্তাদের দিকে ফ্লেয়ার্স এবং অন্যান্য মিসাইল ছুড়েছে। এখানে তাদের স্টেডিয়ামে প্রবেশ বন্ধ করা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো সুযোগ ছিল না।'
ওয়ারশ অবশ্য ম্যাচ শুরুর আগেই এক বিবৃতিতে দর্শকের প্রবেশাধিকার সীমিত করার সিদ্ধান্তকে 'ভিত্তিহীন' দাবি করে জানায়, প্রতিবাদ হিসেবে ক্লাবের মালিক ও সিনিয়র কর্মকর্তারা ভিলা পার্কে যাওয়া বয়কট করেছেন। আর ম্যাচের পর দেওয়া বিবৃতিতে অ্যাস্টন ভিলা জানায়, টিকিটবিহীন দর্শকদের থামাতে লেগিয়া ওয়ারশ তাদের সহায়তা করেনি। ম্যাচে ৫৮ মিনিটে দেওয়া অ্যালেক্স মোরেনোর গোলে ২-১ ব্যবধানে জেতে অ্যাস্টন ভিলা। এ জয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে ইংলিশ ক্লাবটি। ৫ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ওয়ারশও পরের ধাপের সম্ভাবনা টিকিয়ে রেখেছে।
এদিকে ইউরোপা লিগের নকআউট নিশ্চিত করেছে লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে অস্ট্রিয়ান ক্লাব লাস্ককে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। দুটি গোল করেন কোডি গাকপো। অপর দুই গোল মোহাম্মদ সালাহ ও লুইস দিয়াজের।

ইংল্যান্ডে ফুটবল এজেন্টদের কাছে ফিফার হার

আপনজ ডেস্ক: লন্ডনের একটি সালিশি আদালতে ফুটবল এজেন্টদের সঙ্গে আইনি লড়াইয়ে হেরে গেছে ফিফা। ক্লাবগুলোর মধ্যে খেলোয়াড় বেচা-কেনায় এজেন্টরা যে ফি ও কমিশন পান, সেটিতে কিছু সীমারেখা বেঁধে দিয়েছিল ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। গত অক্টোবর থেকে এটি কার্যকরও হওয়ার কথা। তবে ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে এ নিয়ে আইনি লড়াইয়ে নামেন এজেন্ট ও তাঁদের প্রতিষ্ঠান।
গতকাল লন্ডনের একটি সালিশি আদালত এজেন্টদের পক্ষে রায় দিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ফিফা। এ রায়ের ফলে এজেন্ট নিয়ন্ত্রণে ফিফার প্রজেক্ট হুমকির মুখে পড়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি। কারণ, ফুটবল এজেন্টদের আয়ের অন্যতম শীর্ষ দেশ ইংল্যান্ড। পৃথিবীজুড়ে চলা ঘরোয়া লিগগুলোর মধ্যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেই সবচেয়ে বেশি অর্থের লেনদেন হয়ে থাকে।
ফিফা প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, একজন এজেন্ট ট্রান্সফার ফি থেকে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ আয় করতে পারবেন। আর যেসব খেলোয়াড়ের বেতন বছরে দুই লাখ মার্কিন ডলারের বেশি, তাঁদের কাছ থেকে কমিশন নিতে পারবেন সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ। আর খেলোয়াড়ের বেতন যদি দুই লাখ ডলারের কম হয়, তাহলে ৫ শতাংশ নিতে পারবেন। এ ছাড়া একই ব্যক্তি একটি ট্রান্সফারে খেলোয়াড় বিক্রি করা ক্লাব ও খেলোয়াড় কেনা ক্লাব—দুটিরই এজেন্ট হতে পারবেন না।

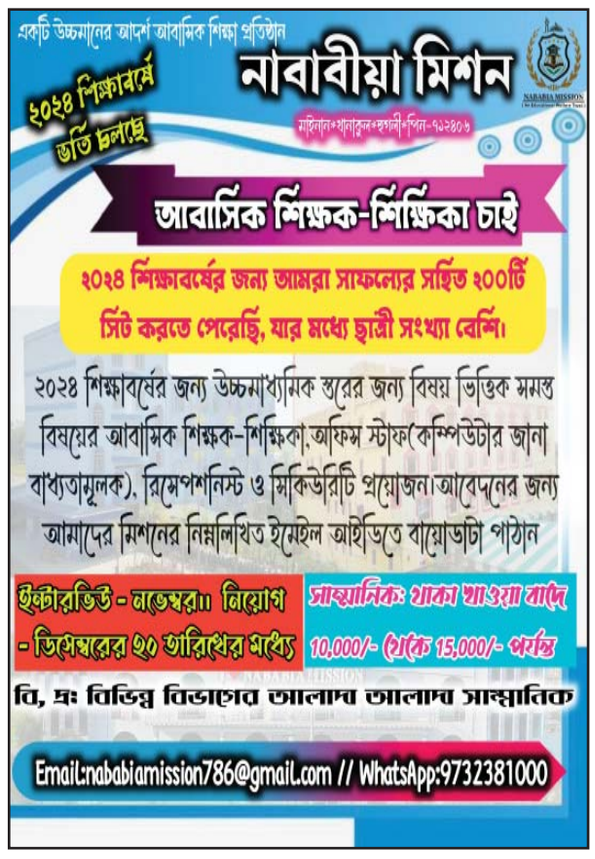

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**